ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 13 April, 2024 ■ আগরতলা ১৩ এপ্রিল ২০২৪ ইং ■ ৩০ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কৃতি সিং'র বক্তব্যে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট লঙ্ঘন করে

পূর্ব আসনে বিজেপি প্রার্থীকে সতর্ক করলেন কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল ।। গত ৮ ই এপ্রিল ফটিকরায় বিধানসভায় এক জনসমাবেশে আপত্তিকর বক্তব্য রেখেছেন পূর্ব ত্রিপুরা

আসনের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মা। যার ফলে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট বিঘ্নিত হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রার্থীকে সচেতন করলেন ভারতের নির্বাচন কমিশন।

উল্লেখ্য গত ৯ এপ্রিল ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রভাতী দৈনিক পত্রিকায় এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর এদিন মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট লঙ্ঘনের অভিযোগমূলে সেক্টর অফিসার ঘটনার তদন্ত করেন। জনসভার ভিডিও থেকে প্রমাণিত হয় প্রার্থী আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন। যার ফলে কোড অফ কন্ডাক্ট বিঘ্নিত হয়েছে।

এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন পূর্ব ত্রিপুরার লোকসভা আসনের রিটার্নিং অফিসার। পাশাপাশি প্রার্থীকে ভবিষ্যতে এমন বিবৃতি দেওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছে যা আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন করে। অন্যথায় জারি করা মডেল কোড অফ কন্ডাক্টের বিধান অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন।

বিজেপি জনগনের সার্বিক কল্যাণে বিশ্বাস করে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল ।। জনগনের সার্বিক কল্যাণই ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। মানুষের উন্নয়নকে ব্যাপক অগ্রাধিকার দিয়ে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। মানুষের এই সরকারের প্রতি আস্থা রয়েছে। আর সেই আস্থা থেকে আসন্ন নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থীরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয় হাসিল করবেন। মানুষের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ তাদের জয়ী করবে।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেবের সমর্থনে শুক্রবার বিলোনিয়ায় আয়োজিত সুবিশাল নির্বাচনী পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। বিলোনিয়ার বনকর নদীর উত্তর পাড় থেকে এই শোভাযাত্রা শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

এই নির্বাচনী প্রচারে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজকের এই র‍্যালিতে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের প্রার্থী আমার সঙ্গে ছিলেন। এই প্রচারাভিযানে মানুষের ব্যাপক সমর্থন পরিলক্ষিত হয়েছে। বাড়িঘর থেকে শুরু করে দোকানপাট থেকে মানুষ ব্যাপকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীকে সমর্থন জুগিয়েছে। র‍্যালিতে প্রচুর সংখ্যায়

কার্যকর্তারাও অংশগ্রহণ করেছেন। যা প্রত্যক্ষ করে খুবই ভালো লাগছে। আগামী ১৯ এপ্রিলের অপেক্ষায় মানুষ অপেক্ষা করছেন যে কবে পদ্ম চিহ্নে ভোট দেবেন। পশ্চিম আসনে আমাদের প্রার্থীকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে পাঠানো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশ বাঁচানোর জন্য এখন রাষ্ট্রভক্ত হয়েছেন মানিক সরকার ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল ।। দেশ বাঁচানোর জিগির তুলে এখন রাষ্ট্রভক্ত হয়েছেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার ।আজ তৈবান্দালের নির্বাচনী জনসভায় সিপিএমের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করেছেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব।

এদিন তিনি বলেন, কমিউনিস্টের শাসনকালে ত্রিপুরাবাসীর স্বর্ণ যুগ ছিল না। তখন শুধু বামেদেরই স্বর্ণ যুগ চলছিল। কমিউনিস্টরা ভারতীয় রীতিনীতি কিছুই জানে না।ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট অস্তিত্ব বাঁচানোর স্বার্থে কংগ্রেসের সাথে আঁতাত করেছে। কিন্তু কেরলে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

তাঁর কটাক্ষ, দেশ বাঁচানোর জন্য এখন রাষ্ট্রভক্ত হয়েছেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার ।কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের কল্পনাকে মানে না ।রাষ্ট্রের সীমানাকে মানে না। এরা শুধু পার্টির সীমানাকে মানে ।এখন মানিকবাবু সংবিধান বাঁচানোর জন্য কংগ্রেসের হাত ধরেছেন। শেষ বয়সে হাত চিহ্নে ভোট দেবেন তিনি।

এদিন তিনি জোর গলায় বলেন, ত্রিপুরার একটা লম্বা সময় ধরে কমিউনিস্টের রাজত্ব ছিল। বিগত দিনে কংগ্রেস সিপিএমের আমলে বহু মহিলার ধর্ষণ হয়েছিল ।রাজ্যে আশির দাঙ্গা হয়েছিল ।বীরচন্দ্র মনুতে সিপিএমের ১২ জন কর্মীকে খুন করেছিল কংগ্রেস ।শ্রীধাম পালের গলা কেটে তার মাথা দিয়ে ফুটবল খেলা হয়েছিল। আজ সেই কংগ্রেস সব ভুলে কংগ্রেসের সাথে হাত মিলিয়েছেন।

এদিন শ্রী দেব জিতেন্দ্র চৌধুরীকে একহাত নিয়েছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৬ এপ্রিল প্রচারে রাজ্যে আসছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল ।। আগামী ১৬ এপ্রিল নির্বাচনী

প্রচারে ত্রিপুরায় আসছেন কংগ্রেস দলের সর্বভারতীয় নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। এদিন তিনি দুপুর ২টা নাগাদ আগরতলা বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন ।তারপর তিনি শহরে ইন্ডি জোটের প্রার্থীদের সমর্থনে রোড শো করবেন। আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন একথা জানিয়েছেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। এদিন তিনি বলেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচন ধর্ম যুদ্ধের লড়াই। দেশের গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হবে ।তাই গামী ১৬ এপ্রিল কংগ্রেস দলের সর্বভারতীয় নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর নির্বাচনী রোড শো-কে সাফল্য করতে ইন্ডি জোটের সমস্ত কর্মী থেকে শুরু করে আপামর জনগণকে এগিয়ে আসার আবেদন করেন। তাঁর দাবি, নির্বাচনী জনসভা করার জন্য গাড়ি পাচ্ছেন না। তাই সর্বভারতীয় নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর নির্বাচনী রোড শো করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ

বরখাস্ত দুই পুলিশকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল ।। লোকসভা নির্বাচন ২০২৪, শুরুর প্রাক্কালে দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় পশ্চিম ত্রিপুরা পুলিশ সুপার ড় কিরণ কুমার কে, স্বাক্ষরিত এক আদেশ মূলে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় কর্মরত এসআই দীপঙ্কর দেবনাথ এবং পুলিশ কনস্টেবল বিপিন সেন চাকমাকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

বিলোনিয়ার সাতমুড়া এলাকায় জলের দাবিতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল ।। পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ করলেন এলাকাবাসীরা। বিলোনীয়া পুর পরিষদের সাতমুড়া এলাকার ৬ নং ওয়ার্ড গত তিনদিন ধরে জল নেই। তীব্র দাবদাহে প্রাণ উষ্ঠাগত অবস্থা। এরই মধ্যে গত তিনদিন জল নেই বিস্তির্ন এলাকায়।

স্থানীয় কাউন্সিলার থেকে পানীয় জল বিভাগ এমনকি শাসকদলের নেতাদের জানানোর পরেও জল না পেয়ে শুক্রবার দুপুর ২.৩০টা থেকে খালি বালতি, কলসী নিয়ে সাতমুড়া রেল স্টেশন সড়ক অবরোধে বসে মহিলারা। দীর্ঘ প্রায় আড়াই ঘন্টা ধরে পানীয় জলের দাবিতে সড়ক অবরোধ চললেও হদিশ নেই কাউন্সিলার থেকে বিলোনীয়া পুর পরিষদ প্রধান এমনকি জল সম্পদ দপ্তরের।

অবশেষে দীর্ঘ প্রায় চার ঘন্টা শহরের রাস্তা অবরোধ থাকার পর বিলোনীয়া পুরপরিষদের আধিকারিক ঘটনাস্থলে গিয়ে অবরোধকারিদের সাথে কথা বলেন। জলের আশ্বাস পেয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করে স্থানীয় মানুষ।

নববর্ষকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত বাঙালিরা পঞ্জিকা ও হালখাতা কেনার ধুম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল ।। কথায় আছে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। আর এই তেরো পার্বণ এর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ট উতব বাংলা নববর্ষ। বাংলা নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে বাঙালির ঘরে এখন প্রস্তুতি চরমে। ফলে চৈত্রের জমজমাট কেনাকাটায় মশগুল আপামর ত্রিপুরাবাসী। ব্যবসায়ীদের জন্যে নতুন বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন হালখাতা। বর্তমানে ব্যবসায়ীরা বেশিরভাগই কম্পিউটারের মাধ্যমে ব্যবসার হিসাব নিকাশ করে থাকে ফলে হালখাতার চাহিদা অনেকটাই গেছে কমে।

তবে সময়ের পরিবর্তনে এখন হালখাতার ব্যবহার অনেকটা কমে গেছে বলেই জানালেন ব্যবসায়ীরা।

অবশ্য প্রাচীন ঐতিহ্যকে আগলে রেখে একাংশ ব্যবসায়ী এখনো নববর্ষের শুরুতে নতুন হালখাতায় হিসাব লিখে নয়া অর্থ বছরের সূচনা করেন। ব্যবসায়ীদের বক্তব্যকম্পিউটারের মাধ্যমে ব্যবসার হিসাব নিকাশ করে থাকে ফলে হালকা তার চাহিদা অনেকটাই কম এদিন রাজধানীর বিভিন্ন দোকানে হালখাতা কিনতে দেখা গেছে শহরের ছোট-বড় ব্যবসায়ীদের। নতুন আর্থিক বছরে লক্ষী এবং গণেশের পুজো দিয়ে হালখাতা যাত্রার মাধ্যমে শুরু হবে নতুন আর্থিক বছর।

আশীষের সমর্থনে প্রচারে নেমে বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন সমীর বর্মন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল ।। অবশেষে ত্রিপুরায় ইন্ডিয়া ব্লকের কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী আশিস কুমার সাহার সমর্থনে প্রচারে পা মেলালেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ সমীর রঞ্জন বর্মন। তাঁর খাসতালুক বিশালগড়ে সিপিএম নেতা ভানুলাল সাহাকে সাথে নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন তিনি। তাতে রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে, ১৯৯৩ সালে তাঁর মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমহা রাও ত্রিপুরাকে সিপিএমের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আজ পুরোনো ক্ষত ভুলে সমীর রঞ্জন বর্মনও

সিপিএমের সাথে হাত মেলালেন।

এদিন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীর রঞ্জন বর্মন বলেন, সমস্ত মতভেদ ভুলে দেশকে বাচাঁনোর জন্য কংগ্রেসের প্রার্থী আশিস কুমার সাহাকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন। পাশাপাশি তিনি জনগণকে ভয় ভীতি ছেড়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্যও আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিনের সভায় পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গত ১০ বছরে ব্যর্থতার রেকর্ড তৈরি করেছে মোদী সরকার ঃ মানিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল ।। গত ৫০ বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে বেকারত্বের যেই হার ছিল তাকে চৌপাড় করে দিয়ে গত ১০ বছরে নতুন ব্যর্থতার রেকর্ড তৈরি করেছে মোদি সরকার। বিজেপি বলে মোদী মানেই গ্যারান্টি, গ্যারান্টি মানেই মোদি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মোদি শুধুমাত্র বেকারত্ব বৃদ্ধির গ্যারান্টি দিয়েছে। কেননা যুব সমাজের ৮৫ শতাংশই বেকারত্বের জ্বালায় ভুগছেন। শুক্রবার পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী আশীষ কুমার সাহার সমর্থনে বনমালীপুরের কল্যাণী এলাকায় নির্বাচনী জনসভা বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনটাই বললেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

তিনি আরো বলেন বিজেপি সরকার ২০১৪ সালে বছরে ২ কোটি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু কোথায় সেই চাকরি। তিনি তথ্য তুলে ধরে বলেন শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা রাজ্যে গত ১০ বছরে যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা গত ৫০ বছরের রেকর্ডকে ভেঙে দিয়েছে। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছে মোদির আসল গ্যারান্টি। তাই বিজেপি দলের কর্মীরা যখন বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচারে যাচ্ছেন তখন সাধারণ মানুষ তাদের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছেন। তাই দলীয় প্রচারে এখন মোদির গ্যারান্টি বিষয়টি ব্যবহার করছে না নেতা-মন্ত্রীরা। তিনি শাসক দলের বিরুদ্ধে যেদিন আরো বলেন বিজেপি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ থেকে শুরু চাকমা সম্প্রদায়ের বিজু উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল ।। আজ থেকে হয়েছে শুরু চাকমা সম্প্রদায়ের বিজু উৎসব। তিন দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান নববর্ষ পর্যন্ত চলবে। প্রসঙ্গত, আজ থেকে শুরু চাকমা সম্প্রদায়ের বিজু উৎসব। তিন দিনব্যাপী চলবে এ অনুষ্ঠান নববর্ষ পর্যন্ত। এভাবেই তাঁরা নববর্ষকে স্বাগত

জানাই।

আর বিজু উৎসবের প্রথম দিন ফুল বিজু।

ফুল বিজু মানে চাকমা সম্প্রদায়ের মানুষরা এদিন সকাল সকাল ফুল কুড়িয়ে গঙ্গাঘাটে অর্পণ করে। আজ সকালে রানীর পুকুরে ওই অনুষ্ঠানটি হয়েছে। তারপর তাঁরা রেলি মাধ্যমে বুদ্ধমন্দিরে গিয়ে পূজা অর্পণ করেন।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ১৮৩ ▫ ১৩ এপ্রিল ২০২৪ ইং ▫ ৩০ চৈত্র ▫ শনিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

আজ চৈত্র সংক্রান্তি

বাঙ্গালীদের অন্যতম প্রধান উৎসব পহেলা বৈশাখ। বাঙালি মাত্রই পহেলা বৈশাখে আনন্দ উল্লাসে মাতিয়া উঠে। পহেলা বৈশাখ মানেই নতুন ভাবনা নতুন চিন্তাধারায় এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন। ফেলিয়া আসা ঝরাজীর্ণ পরিত্যাগ করিয়া নতুনকে অঁকড়াইয়া ধরিবার অদম্য প্রয়াস। ক্যালেন্ডারের পাতায় বাংলা মাসের শেষ মাসের শেষ দিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে হিন্দু বাঙ্গালীরা নানা পরব অনুষ্ঠানে নিজেদের নিয়োজিত করেন। অনেকের বাড়ি ঘরেই পাচন রান্না হয়। এদিন সিংহভাগ মানুষই নিরামিষ আহার করেন। ক্ষেত্র সংক্রান্তি বাঙ্গালীদের একটি ঐতিহ্যবাহী পার্বণও বটে। শহর এলাকায় এই পার্বণের তেমন প্রভাব পরিলক্ষিত না হইলেও গ্রাম ত্রিপুরায় এখনো চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে মা-বোনেরা সেমাই তৈরি করা সহ নানা সামগ্রীর নাড়ু তৈরি করিয়া থাকেন। এই ঐতিহ্য হারাইয়া যাইবার পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দীর্ঘ কালের এই ঐতিহ্যকে বাচাইয়া রাখিতে আমাদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করিতে হইবে।

চৈত্রের শেষ, বৈশাখের সূচনায় হয় চৈত্র সংক্রান্তি। এই দিন বাঙালিদের বাড়িতে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান হয়।দোলের পরই বাঙালির কাছে সবচেয়ে বড় উৎসব বাংলা নববর্ষ। তার ঠিক আগেই নীলষষ্ঠী। সন্তানের মঙ্গলের কামনায় পালন করা হয় নীলের পুজো। এছাড়া নববর্ষের আগের দিন চৈত্র সংক্রান্তি।চৈত্র সংক্রান্তি পালিত হয় চৈত্রের শেষ দিনে। ২০২৪ সালে চৈত্র সংক্রান্তি পড়িয়াছে ১৩ এপ্রিল। এরপরই দিনই আসিতেছে নতুন বছরের প্রথম দিন। বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পালিত হবে নববর্ষ ১ লা বৈশাখ।চৈত্র সংক্রান্তির ঠিক আগের দিনটিতে এই নীলষষ্ঠী পড়িয়াছে। আকন্দ, ধুতরো, নীল অপরাজিতা, কাঁচা আম দিয়া এই পুজো করা হয়। এই পুজোর দিন পঞ্চামৃত দিয়া শিবের অভিষেক করা হয়।

চৈত্রের শেষ, বৈশাখের সূচনায় হয় চৈত্র সংক্রান্তি। এই দিন বাঙালিদের বাড়িতে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান হয়। নানা রকমের পাঁচ মিশিলি খাবার তৈরি হয়। তাহাতে সব রকমের স্বাদ থাকে। যাহাতে নতুন বছর আসিবার আগে টক, ঝাল, মিষ্টি সব রকমের স্বাদকে সঙ্গে নিয়ে গোটা বছর পালিত হয়।সেই ভাবনা থেকেই এই পদ রান্না হয়।একদিকে যেমন সবরকম দুঃখ-দুর্দশা বছরের শেষ দিনে পিছনে ফেলে নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়া, তেমনই জীবনের চলার পথে মিষ্টি-টক-তেতো সবরকম অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করে নেওয়ার রূপক হল পাঁচন খাওয়ার রীতি।

বসন্তের বিদায়ে গ্রীষ্মের প্রবেশ। মরশুমের এই পরিবর্তনের মাঝের সময়টি সংক্রান্তি। চৈত্র শেষে বৈশাখীদের আগমনে পালিত হয় চৈত্র সংক্রান্তি। এমন এক দিনে বাংলার কোণে কোণে যেমন বহুবিধ লোকাচার পালিত হয়, তেমনই জ্যোতিষ মতেও এই সময় বহুবিধ ঘটনার কথা প্রচলিত।বাংলায় নববর্ষের আগের দিন চৈত্র সংক্রান্তি পালিত হয়। এমন এক দিনে বাড়ি থেকে কাউকে বিদায় করা হয়না। কথিত রহিয়াছে এতে গৃহস্থের ক্ষতি হয়। এমন এক দিনে বাংলা জুড়ে পরম্পরা গাজন, নীলপুজো ইত্যাদি পালিত হয়।শোনা যায়, বাংলা ক্যালেন্ডারের শেষ মাসের নামকরণ হইয়াছে তিত্রা নক্ষত্র থেকে। পুরাণ মতে , সাতাশটি নক্ষত্রে নাম দক্ষ রাজের সুন্দরী কন্যাদের নামে নামকরণ করা রহিয়াছে। সেই কন্যাদের মধ্যে অন্যতম চিত্রা। অন্যদিকে আরেক কন্যার নাম বিশাখা। মূলত চৈত্র সংক্রান্তির দিন যে গাজন পালিত হইতে দেখা যায়, তার সঙ্গে কৃষক সমাজের একটি যোগ লক্ষ্যণীয়। বৈশাখের আগে সূর্যের তেজ প্রশমনের জন্য প্রার্থনা করে গাজন উৎসবের আয়োজন বহু বহু আগে থেকে শোনা যায়।

ফের শুষ্ক আবহাওয়ার পূর্বাভাস তিলোত্তমায়, আগামী সপ্তাহেই ঊর্ধ্বমুখী হবে তাপমাত্রার পারদ

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (হি.স.): কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের কোথাও আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। আগামী সপ্তাহের সোমবার থেকে ফের শুষ্ক হয়ে উঠবে কলকাতা, একইরকম আবহাওয়া থাকবে দক্ষিণবঙ্গের অন্যত্রও। এরইমধ্যে শুক্রবার কলকাতায় সামান্য কমল তাপমাত্রার পারদ, এদিন মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ এলাকায় আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। বিক্ষিপ্ত ভাবে সামান্য বৃষ্টি হতে পারে বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলায়। শনি এবং রবিবার হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং পশ্চিম বর্ধমানে। সোমবার থেকে আবারও রাজ্যের সর্বত্র শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। স্বাভাবিকভাবেই বাড়বে গরমের দাপট।

মহারাষ্ট্রে বিজেপিতে ভাঙন ধরল, পদ্ম শিবির থেকে ইস্তফা ডি মোহিতে পাটিলের

মুম্বই, ১২ এপ্রিল (হি.স.): লোকসভা ভোটের আবহে মহারাষ্ট্রে বিজেপিতে ভাঙন ধরল। বিজেপির প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ধৈর্য্যশীল মোহিতে পাটিল। বৃহস্পতিবারই ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি - শরদচন্দ্র পওয়ার পার্টির প্রধান শরদ পওয়ারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন ধৈর্য্যশীল মোহিতে পাটিল। এরপরই বিজেপি ছাড়ার ঘোষণা করলেন তিনি।

মাঢা লোকসভা কেন্দ্র থেকে রঞ্জিত সিং নিম্বালকরকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। এতেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন ধৈর্য্যশীল মোহিতে পাটিল, দলের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে বিজেপির প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন তিনি। পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। সূত্রের মতে, মোহিতে পাটিল এবার এনসিপি-শরদ চন্দ্র পওয়ারের দলে যোগ দিতে পারেন।

নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ দ্বিগ্বিজয়ের, বললেন তাঁদের কাজ পক্ষপাতদুষ্ট

রাজগড়, ১২ এপ্রিল (হি.স.): নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা দ্বিগ্বিজয় সিং। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ রয়েছে, তাঁদের কাজ পক্ষপাতদুষ্ট।

শুক্রবার সকালে মধ্যপ্রদেশের রাজগড়ে কংগ্রেস নেতা দ্বিগ্বিজয় সিং বলেছেন, 'নির্বাচন কমিশনের কাছে আমার অভিযোগ আছে, তাঁরা কোনও বিষয়ে আমাদের জবাব দেয় না এবং আমাদের দেখা করার সময়ও দেয় না। আমি এই কথা সংসদে এবং সংসদের বাইরেও বলেছি।' দ্বিগ্বিজয় আরও বলেছেন, 'আমার তিনটি মৌলিক প্রশ্ন আছে, এটি (ইভিএম) কি একটি স্বতন্ত্র মেশিন? ভিভিপ্যাট-এর কি ইন্টারনেটের সঙ্গে কোনও সংযোগ আছে?

রসিক মানুষ রবীন্দ্রনাথ

রাজু পারাল

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন দুঃখ,কষ্ট, শোক পেয়েছেন প্রচুর। কিন্তু তার মধ্যেও তাঁর অন্তরের ফল্গুধারাটি কখনো শুকিয়ে যায়নি। রবীন্দ্র সান্নিধ্যে এসেছিলেন রানি চন্দ, ইন্দিরা দেবী, মৈত্রয়ী দেবী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা দেবী, সৈয়দ মুজতবা আলি ও শৈলজারঞ্জনের মতো বহু গুণীজন। এঁদের রচনায় রবীন্দ্রনাথের রসিক মনের নানা পরিচয় পাওয়া যায়। একজন দার্শনিক, ভাববিলাসী, গভীর চিন্তামগ্ন ঋষির আড়ালে যে রসিক রবীন্দ্রনাথ প্রচ্ছন্ন ছিলেন তার পরিচয় মেলে প্রতিটি পদক্ষেপে। কেবল গুণীজনের সঙ্গেই নয়— অপরিচিত, অল্প পরিচিত, শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী এমনকী নিজের খাসভূত্যের সঙ্গেও নিত্য রঙ্গরসিকতায় মেতে থাকতেন মানুষটি। আনন্দের দিনে তো বটেই, কষ্টের দিনগুলিতেও অমলিন রসিকতায় ভরিয়ে রাখতেন। সকলকে। টুকরো টুকরো সেই সব হাসির চিত্রগুলিকে একত্র করলে মানুষ রবীন্দ্রনাথের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপ্যাধ্যায় একসময় শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারের দায়িত্বে ছিলেন। কাজটিতে তিনি বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। চিরকাই লেখার দিকে ছিল তার ঝোঁক। পরে লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠাও পান। পড়াশোনার জন্য প্রায়ই তিনি শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগার থেকে অনেক বই নিয়ে যেতেন। একদিন অপরাহ্নে বইয়ের বোঝা নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। মাঝপথে কবিগুরুর হাঁক শোনা গেল, 'ওহে বৈবাহিক, শোন, শোন'।

প্রভাতবাবু অবাক। তিনি কবিকে বললেন, 'আমি তো বিয়েই করিনি,তবে আমাকে আপনি বৈবাহিক বললেন কেন?' গুরুদেব হেসে বললেন, 'আরে সে বৈবাহিক নয়, আমি ডাকছি বই-বাহিককে (বই বহন করছে যে)।' কবিগুরুর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিনী কাদম্বরী দেবী যেমন ছিলেন সাহিত্যপ্রেমী তেমনি রান্নাতেও পটু। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে মাঝেমধ্যেই তিনি তাঁর প্রিয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীকে নিমন্ত্রণ করে নিজে রেঁধে কাওয়াতেন। একদিন খাওয়ানোর সময় কাদম্বরী দেবী রবি ঠাকুরপোকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পাক তো ভালোই হয়েছে। একন পরিপাক হলে বাঁচি।'

রবীন্দ্রনাথ পিঠেপুলি খেতে খুব পছন্দ করতেন। শান্তিনিকেতনে এক মহিলা একবার পিঠে তৈরি করে পাছালেন কবির কাছে। এর বেশ কয়েকদিন পর তিনি কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন পিঠে কেমন হয়েছে, তা জানিয়ে তাকে একটা সার্টিফিকেট দিতে রবীন্দ্রনাথ মহিলার অনুরোধ রক্ষা করে সার্টিফিকেট লিখলেন-

'নেহাত যদি শুনতে চাও বলি।
লোহা কঠিন, পাথর কঠিন
আর কঠিন ইষ্টক
তার অধিক কঠিন কন্যে
তোমার হাতে পিষ্টক।'

গান্ধিজি মাঝেমধ্যেই শান্তিনিকেতনে আসতেন। তেমনি একবার এসেছেন। রবীন্দ্রনাথ গান্ধিজিকে আপ্যায়ন করে বসালেন ব্রেকফাস্টে। গান্ধিজির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, উনি দুধ দিয়ে পরিজ খাবেন। তাঁর জন্য যে সবেরই ব্যবস্থা করা হল। রবীন্দ্রনাথের জন্য যথারীতি লুচি এল। গান্ধিজি তা দেখে গম্ভীরভাবে রবীন্দ্রনাথকে বললেন, 'গুরুদেব জানেন আপনি কি খাচ্ছেন?'

—'কেন লুচি?'

—'খাবেন না, খাবেন না।'

---'কেন?'

—'ও বিষ।'

গুরুদেব হেসে বললেন, তা হয়ত হবে, তবে খুব ধীরে ধীরে কাজ করে। আমি তো ছোটবেলা থেকেই লুচি খেয়ে আসছি। শান্তিনিকেতনে গুরুদেব ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসে আছেন। তাঁর ধ্যানবঙ্গ হোক, কেউ তা চায় না। যাঁরা গুরুদেবকে প্রণাম করতে এলেন, তাঁরা পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম সারছেন। 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাধরময় ঘোষ এসেছেন গুরুদেবের কাছে। তিনি অতি সন্তর্পণে কবির ধ্যান ভঙ্গ না করে প্রণাম সারলেন। কিন্তু

কী সর্বনাশ। গুরুদেব বড় বড় চোখ করে তার দিকেই তাকিয়ে। সাগরময়বাবু তো ভীষণ অপ্রস্তুতে পড়লেন। অনিচ্ছাকৃতভাবে গুরুদেবের ধ্যান ভঙ্গ করায় ক্ষমা ভিক্ষা করলেন তাঁর কাছে। গুরুদেব হেসে বললেন—'

প্রণাম করিতে এলে
চোখ জোড়া রাখি মেলে
চটিজোড়া পাছে চুরি যায়।'

কবি তখন মংপুতে আছেন। সঙ্গে তাঁর খাসভূত্য বনবালীও। কবি একদিন বনমালীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন---'তোর খাওয়া-দাওয়া চলছে কেমন?'---'আজ্ঞে ভালোই চলছে। দিদিমণি আমায় দুধ খাওয়াচ্ছেন।' বনমালী খুব চেষ্টা করতে যাতে তার গায়ের রঙে জেল্লা আসে। কবি সে কথা জানতেন। তাই বললেন---'দুধ খাওয়াচ্ছেন কেন? তার চেয়ে দুধ মাখালে পারতেন। দুধ খেয়ে তো তোর গায়ের রঙের পরিবর্তন হচ্ছে না।'

সাহিত্যি বনফুল অর্থাৎ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ভাগলপুর থেকে এসেছেন শান্তিনিকেতনে। গুরুদেব আছেন উত্তরায়ণে। সকাল ১১টা নাগাদ বনফুল এলেন গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে। এসে দেখলেন একটি বড় ঘরে বিরাট এক টেবিলে ঝুঁকে পড়ে কবি কী সব লিখছেন। বনফুলকে দেখে কবি বললেন---'বসো, আমার এখুনি হয়ে যাবে।'

বনখুল জিজ্ঞাসা করলেন---'অত ঝুঁকে লিখতে আপনার কষ্টা হয় না? আজকাল তো নানারকমের চেয়ার বেরিয়েছে, ঠেস দিয়ে বসে আরাম করে লেখা যায়।' রবীন্দ্রনাথ হাসতে হাসতে বললেন---'সবরকম চেয়ারই আমার আছে। কিন্তু ঝুঁকে না লিখলে আকজাল আর লেখা বেরোয় না। কুঁজোর জল কমে গেছে তো, তাই উপুড় করতে হয়।' আর একবার সাহিত্যিক বনফুল সস্ত্রীক গিয়েছেন কবির সঙ্গে দেখা করতে কবির জন্য খানিকটা সন্দেশ নিয়ে গেছেন। একেবারে ঘরের গরুর দুধের তৈরি সন্দেশ। সন্দেশ পেয়ে কবি বেজায় খুশি। কৌটো থেকে খানিকটা সন্দেশ মুখে চালান করে দিয়ে বললেন— বাঃ দারুণ, এ সন্দেশ তুমি ভাগলপুরে পেলে কী করে?'

গৃহিণীকে দেখিয়ে বনফুল বললেন--- 'উনিই করেছেন। আমাদের গাই আছে, তারই দুধ থেকে তৈরি হয়েছে।'

কবি সামনে বসা ক্ষিতিমোহন সেনের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন---'এ তো বড চিন্তার কারণ হল।'

---'কেন?'

কবির উত্তর-'বাংলাদেশে দুটিমাত্র রসস্রষ্টা আছে। প্রথমটি দ্বারিক আর দ্বিতীয়জন রবীন্দ্রনাথ। এ যে তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব হল।' স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হল কবির মুখ। বাকিরাও হেসে উঠলেন।

রবীন্দ্রনাথ একদিন মৈত্রেয়ী দেবীকে বললেন, 'আচ্ছা, একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, তোমাদের সকলেরই হাতেই লেখা প্রায় একইরকম, এটা কী করে হয়? সবই সেই গোল অক্ষর।'

মৈত্রয়ী দেবী বললেন, 'আর বলবেন, না, আপনার লেকা কপি করে করে সারা বাংলার লোকেদের লেখা প্রায় এক হয়ে দাঁড়িয়েছেন।' কবি বললেন, 'তাহলে তো শঙ্কার কারণ। ভাগ্য ভালো, আমার ব্যাঙ্কের খাতা শূন্য, তা না হলে ভাবনায় পড়তে হতো।'

একবার শান্তিনিকেতনে এক গায়ক এসে কবিকে গান শোনালেন। অনেক গান হলো। গভীর মনোযোগের সঙ্গে কবি তাঁর গান শুনলেন। গায়ক চলে গেলে একজন, কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গান কেমন লাগল?' কবি বললেন, 'গান নয়তো একেবারে মেশিনগান।'

এক সাহিত্যসভার জন্য রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তাঁকে উদ্যোক্তারা বলে দিয়েছিলেন ঠিক সাড়ে পাঁচটার মধ্যে হাজির হতে। কবির সময় জ্ঞান খুব। তিনি সময়ের আগেই সেখানে পৌঁছলেন। কিন্তু সভায় গিয়ে তিনি অবাক হলেন। দেখলেন দর্শকেরা উপস্থিত হলেও উদ্যোক্তাদের পাত্তা নেই। কবি ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়ে লিকে রেখে ফিরে যান। চিঠিতে লিখলেন---'এসেছিলেম, বসেছিলাম, দেখলেম কেউ নেই, আমার সাড়ে পাঁচটা জেনো, পাঁচটা তিরিশেই।' উদ্যোক্তারা দেরিতে এসে কবির চিঠি দেখে ভীষণ লজ্জিত হলেন।

শেষ বয়সে কবির চোখে অসুখ হয়। ডাক্তার ওযুধ দিলেন। রানি চন্দ ড্রপার দিয়ে কবির চোখে ওযুধ দিতেন। ওযুধ দেওয়া হল চোখ ভীষণ জ্বালা করত। কবি একদিন বললেন---'কি গো চক্ষুদাত্রী তুমি এসেছ একেবারে তৈরি হয়ে? দেখো ইতিহাসে তুমি অমর হয়ে থাকবে। কেউ যখন রবীন্দ্রনাথের জীবনী লিখবে, তুমি অবশ্যই দাবি করতে পারবে যে শুধু একজনই রবীন্দ্রনাথের চোখের জল ফেলাতে পেরেছে, সে হচ্ছে তুমি। বাপের, কী জলটাই ঝারাচ্ছো তুমি দিনে তিন-চারবার করে'।

রবীন্দ্রজীবন এরকম অসত্র ঘটনায়। পরিপূর্ণয় আছে নানা কৌতুকভরা উক্তি ও বিশ্বকরি রবীন্দ্রাথ কতটা রসিক মানুষ ছিলেন, তা বারে বারে প্রমাণিত হয় সেই সমস্ত টুকরো টুকরো ঘটনা থেকে।

'এতো বুড়ো কোনোকালে
হবো নাকো আমি,
হাসি তামাশারে যবে করো
ছাবলামি।'

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বোস্টনের গুটিবসন্ত-কাণ্ড

মানিক চন্দ্র দাস

১৭০০ খ্রিষ্টাব্দের শুরুর দিকের ঘটনা। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসের কলোনিগুলোয় ভয়াবহ এক সংবাদ ছড়িয়ে গেল। বসন্ত এসে গেছেএই বসন্ত ঋতুরাজ বসন্ত নয়, গুটিবসন্ত। শুধু এসে বসে থাকেনি, ছড়িয়ে পড়ছে দাবানলের মতো সারা বোস্টনে। এ রোগের প্রথম শিকার ছিলেন ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে আসা জাহাজের এক যাত্রী, সেই যাত্রীকে ঘরের মধ্যে আটকে রেখে বাইরে একটা লাল পতাকা ঝুলিয়ে দেওয়া হলো, পতাকায় আবার কিছু কথাবার্তা লেখা, 'ঈশ্বর, এই বাড়িতে করুণা বর্ষণ করুন'। পতাকা লাগানো দেখেই কলোনি থেকে লোকজন এলাকা ছেড়ে পালানো শুরু করে দিয়েছে, জানের ভয় সবারই আছে।

ভয়ের কারণ আছে অবশ্য। এই ভাইরাস ছিল ভয়াবহ রকমের সংক্রামক এবং ছড়ায় দাবানলের মতো। রোগের প্রচণ্ড জ্বর, ক্লান্তি আর সারা শরীরে গুটিতে ভরে যেত। কেউ বেঁচে গেলেও সারা শরীরে বিচ্ছিরি ক্ষত তৈরি করত। আক্রান্ত মানুষের মধ্যে মারা যেত শতকরা ৩০ জন।

১৭২১ সালে দেখা দেওয়া গুটিবসন্তটা ছিল একটু আলাদা। রোগ সারা শহরে ছড়িয়ে গিয়ে হাজারো মানুষ মরার কথা। কারণ, এখনকার মতো আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা তখন তো ছিলই না। রোগটা কিসের কারণে হচ্ছে, তা-ও মানুষ জানত না। তারপরও ঘটনা আলাদা হওয়ার কারণ একজন আফ্রিকান ক্রীতদাস, নাম 'ওনেসিমাস'। মানুষটা গুটিবসন্ত থেকে বাঁচার এক বিচিত্র উপায় বললেন, সেই উপায় নিয়ে কাজ করলেন একজন সাহসী ডাক্তার ও মন্ত্রীরোগ আটকাল। এ সময়ে আমেরিকায় আবার ছিল জমজমাট দাস ব্যবসা।

বোস্টনে তখন এ রকম দাস বিক্রির জন্য হ্যান্ডবিল বা পোস্টার দেয়ালে সেঁটে দেওয়া হতো।

প্রাচীন পৃথিবীতে গুটিবসন্ত এক প্রাণঘাতী রোগের নাম। ইতিহাসবেত্তা সুজান প্রায়োরের মতে, 'অল্প কিছু প্রাণঘাতী রোগ ওই সময় সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যেত এবং গুটিবসন্ত তার মধ্যে একটা।' কলোনিস্ট জাতিগুলো দেখল, এ রোগ সবারই হয়, গায়ের বর্ণ সাদা-কালো কোনো ঘটনা নয় এবং শুধু কলোনিস্টদের কারণে নেটিভ আমেরিকানদের মধ্যে গুটিবসন্তের প্রকোপ দেখা দিয়ে গোত্রের পর গোত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

ক্রীতদাসবাহী জাহাজে করে গুটিবসন্ত ছড়িয়েছে ক্রীতদাসদের মাধ্যমে। জাহাজের ভেতর ক্রীতদাসদের রাখা হতো একসঙ্গে, ভয়াবহ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, খুব সহজেই একজনের কাছ থেকে আরেকজনের শরীরে রোগ সংক্রমিত হতো। রোগ ছড়িয়েছে এক কলোনি থেকে আরেক কলোনিতে। যুক্তরাষ্ট্রে ক্রীতদাসপ্রথা এবং ব্যবসার মূল কেন্দ্র ছিল ম্যাসাচুসেটস, এখানে প্রথম দাস ব্যবসা শুরু হয় ১৬৩৮ সালে। ১৭০০ সালের মধ্যেই দেখা গেল এখানে হাজারের ওপরে ক্রীতদাস বিকিকিনি হয়েছে। এরা সবাই থাকত কলোনিতে, বেশির ভাগই বোস্টনে।

১৭০৬ সালে কট্টরপন্থী এক প্রভাবশালী মন্ত্রী কটন ম্যাথার সমিতির পক্ষ থেকে নিজের জন্য পশ্চিম আফ্রিকান এক কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস কিনে নাম দিয়ে দিলেন 'ওনেসিমাস'। নামটা এক পৌরাণিক কাহিনির দাসের, অর্থ 'দরকারি'। ম্যাথার 'সালেম উইচ ট্রায়াল'-এর খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ, বিশ্বাস করতেন ক্রীতদাসদের খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত ও ধর্মশিক্ষায় শিক্ষিত করা খুবই দরকার। যদিও উনি বিশ্বাস করতেন, কৃষ্ণাঙ্গ মানুষগুলোর অধিকার বলে কিছুই থাকা উচিত

১৭২১ সালে দেখা দেওয়া গুটিবসন্তটা ছিল একটু আলাদা। রোগ সারা শহরে ছড়িয়ে গিয়ে হাজারো মানুষ মরার কথা। কারণ, এখনকার মতো আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা তখন তো ছিলই না। রোগটা কিসের কারণে হচ্ছে, তা-ও মানুষ জানত না।

নয়, সমান অধিকার দিলেই তারা বিদ্রোহ করে বসবে। বিদ্রোহ খুবই ঝামেলার ব্যাপার। ওনেসিমাসকে খুব একটা বিশ্বাস করতেন না ম্যাথার, সব সময় চোখে চোখে রাখতেন। তাঁর মনে হতো, ওনেসিমাসের চেহারাসুরতে 'চোর চোর' ভাব আছে, 'শয়তান' ও 'অলস' ধরনের। কিন্তু ১৭১৬ সালে ওনেসিমাস যখন বলল যে তার একবার গুটিবসন্ত হয়েছিল এবং সে জানে কীভাবে গুটিবসন্ত ঠেকাতে হয়, তখনই প্রথম তার কথা বিশ্বাস করলেন ম্যাথার। তিনি তখন আবার তাঁর ডায়েরিতে লিখলেন, 'ওনেসিমাস ব্যাটা বেশ চালাক-চতুর আছে, বলল কী একটা ছোট অপারেশন করে তাতে গুটিবসন্তের কী একটা দিয়ে নিজেকে গুটিবসন্ত থেকে সারা জীবনের জন্য রক্ষা করেছে...যার কাজটা করার সাহস আছে, তার আর কোনো দিন গুটিবসন্ত হবে না।'

কটন ম্যাথার

অপারেশনটা আসলে তেমন জটিল কিছু নয়, একজন সংক্রমিত মানুষের গুটিবসন্তের গুটি থেকে পুঁজ নিয়ে হাতের ত্বক কেটে তাতে একটু পুঁজ লাগিয়ে দেওয়া। জিনিসটা ভ্যাকসিনেশন না, যাতে স্বল্প ক্ষমতার ভাইরাস শরীরে ঢুকিয়ে দিয়ে পূর্ণ ক্ষমতার ভাইরাসের বিপক্ষে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা তৈরি করা হয়। ওনেসিমাসের গল্প বিশ্বাস করলেন ম্যাথার এবং প্রথম প্রয়োগ শুরু করলেন সেই ক্রীতদাসদের ওপরেই। তার আগে অবশ্য খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পারলেন, এ পদ্ধতি অনেক আগে থেকেই চীন ও তুরস্কে চালু আছে। কিন্তু বোস্টনে সেই রকম কাজ শুরু করে তিনি মোটামুটি টিকার প্রচারক হয়ে গেলেন। কথাবার্তা মোটামুটি গোটা ম্যাসাচুসেটসে ছড়িয়ে গেল যে 'আশা আছে'। গুটিবসন্ত ঠেকানো সম্ভব।

ম্যাথারের মোটামুটি ধারণা ছিল, একজন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ বা ক্রীতদাসের কথায় কাজ করাটা শ্বেতাঙ্গ লোকজন পছন্দ করবে না, এ নিয়ে তিনি তেমন একটা উচ্চবাচ্যও করেননি। তিনি নিজেই যেখানে নিজের ক্রীতদাসকে বিশ্বাস করতে পারেননি, সেখানে অন্য কোনো শ্বেতাঙ্গ অবিশ্বাস করলে তার কোনো দোষ দেওয়া যায় না। সেখানে আবার অশিক্ষিত একটা ক্রীতদাসের বলা একটা গোটা মেডিকেল প্রসিডিউর, লোকজন বিশ্বাস করে কী করে? নিন্দার একটা ঢিঢি পড়ে গেল চারদিকে, দ্য নিউ ইংল্যান্ড ক্যুরান্ট নামের এক পত্রিকা ম্যাথারকে নিয়ে বেশ ব্যঙ্গাত্মক লেখা ছাপল। কুৎসিত রেসিজম আর রেসিস্টরাও খেপে গেল। বাদ গেল না ধর্মও। চার্চের পাদরিরা বললেন, ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর সন্তানদের বিপজ্জনক রোগে আক্রান্ত করা ঈশ্বরের নীতির বিরুদ্ধাচরণ।

১৭২১ সালে ম্যাথার সঙ্গে পেলেন জাবদিয়েল বয়েলস্টোন নামের এক চিকিৎসককে। বোস্টনের এই একমাত্র চিকিৎসক ম্যাথারের প্রক্রিয়াকে সমর্থন করেছেন। ১৭২১ সালেই ওনেসিমাসের বলা প্রক্রিয়া বেশ বড় পরিসরে প্রয়োগের সুযোগ এল, আবার গুটিবসন্তের প্রকোপ দেখা দিল বোস্টনে। এবার গুটিবসন্ত বোস্টনে এল জাহাজে চড়ে। বোস্টনের মোটামুটি অর্ধেক জনগোষ্ঠী আক্রান্ত হলো গুটিবসন্তে। বয়েলস্টোন কাজে নেমে পড়লেন। প্রথমে নিজের ক্রীতদাসদের, এমনকি নিজের ছেলের হাতের ত্বক কেটে গুটিবসন্তের পুঁজ লাগিয়ে দিলেন। এরপর কাজে নেমে পড়লেন বোস্টনের বাসিন্দাদের নিয়ে। মোট ২৪২ জনকে এ পদ্ধতিতে টিকা দিলেন বয়েলস্টোন, এর মধ্যে মারা গেলেন ৬ জন। প্রতি ৪০ জনে ১ জন। অন্যদিকে যাঁরা এই টিকা নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রতি ৪০ জনে মারা গেলেন ৭ জন।

এই মহামারিতে বোস্টনের ৮৪৪ জন মানুষ মারা গেলেন, মোট জনগোষ্ঠীর ১৪ শতাংশ মানুষ। কিন্তু এতে পরের মহামারিগুলোর ব্যাপারে কী কী করা যায়, সে সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া গেল। ১৭৯৬ সালে এডওয়ার্ড জেনার কাউপক্স থেকে এই স্মলপক্স বা গুটিবসন্তের একটি কার্যকর টিকা তৈরি করেন। ম্যাসাচুসেটসে পরবর্তী সময়ে গুটিবসন্তের টিকা বাধ্যতামূলক করা হয়। ম্যাথারকে বলা প্রক্রিয়া কতটা কাজ করেছে, তা দেখার জন্য ওনেসিমাস বেঁচে ছিলেন কি না, আমরা জানি না। মানুষটার পরবর্তী জীবন সম্পর্কে খুব একটা জানা যায়নি, শুধু জানা গিয়েছিল যে তিনি আংশিক স্বাধীনতা কিনতে পেরেছিলেন, পুরোপুরি ক্রীতদাস ছিলেন না। অবশ্য সে জন্য স্টিভেন জে নিভেন নামের এক ইতিহাসবিদ ম্যাথারকে আরেকজন ক্রীতদাস কেনার অর্থ দিয়েছিলেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মার্চ, ২০২৪-এ পণ্য আনলোডিংঙে স্থির বৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ১২ এপ্রিল, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পণ্য আনলোডিঙের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পঞ্জীয়ন করে আসছে। মার্চ মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা ১৩০৬টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দ্বারা গত ফেব্রুয়ারি, ২০২৪-তে আনলোড করা ১২৩৮টি রেকের তুলনায় এটি প্রায় ৫.৪৯ অধিক। প্রকৃতপক্ষে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সামগ্রিকভাবে ১৪০৫৬টি মালবাহী রেক আনলোড করেছে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এফসিআই চাল, চিনি, লবণ, খাদ্য উপযোগী তেল, সার, সিমেন্ট, কয়লা, সবজি, অটো, ট্যাঙ্ক, কনটেইনারের মতো পণ্যসামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রী সংশ্লিষ্ট মাসে পরিবহণ করেছে এবং নিজস্ব অধিক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন গুডস শেডে সেগুলি আনলোড করেছে।

মার্চ, ২০২৪-এ অসমে পণ্যবাহী ট্রেনের ৭৪৬টি রেক আনলোড করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩৬৭টি রেকে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী লোড ছিল। সংশ্লিষ্ট মাসে ত্রিপুরায় ১০৬টি রেক, নাগাল্যান্ডে ২৪টি রেক, অরুণাচল প্রদেশে ৯টি রেক, মণিপুরে ২টি রেক এবং মিজোরামে ৭টি রেক আনলোড করা হয়। এছাড়াও, সংশ্লিষ্ট মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ২৩০টি পণ্য রেক ও বিহারে ১৮২টি পণ্য রেক আনলোড করা হয়।

কেবল সাধারণ মানুষের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্যই নয়, সেই অঞ্চলের স্থানীয় অর্থনৈতিক কার্যকলাপ গতিশীল ও বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অন্যান্য পণ্যগুলি নিয়মিত পরিবহন করা হচ্ছে।

উন্নত টার্মিনাল হ্যান্ডলিং সুবিধা এবং আরও পণ্য শেডের চালু করা ফলে গ্রাহক এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের জন্য একটি সীমিত সময়ের মধ্যে অন্তর্মুখী রেকগুলি আনলোড এবং খালী করার জন্য আনলোডিং কাজটিকে আরও সুবিধাজনক করে তুলেছে। সমস্ত স্তরে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণের ফলে টার্নঅ্যারাউন্ড সময় হ্রাস এবং আনলোডিং দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৫ এপ্রিল পর্যন্ত সিবিআই হেফাজত কে কবিতার, তোপ বিআরএস নেত্রীর

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস)-র নেত্রী কে কবিতাকে আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত সিবিআই হেফাজতে পাঠাল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। বৃহস্পতিবারই কে কবিতাকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। এদিন ফের কে কবিতা আবগারি মামলা প্রসঙ্গে অভিযোগ করেছেন, 'মামলাটি পুরোপুরি মিথ্যে। আমি সিবিআই-এর বিষয়ে আর কী বলতে পারি?'

শুক্রবার বিআরএস নেত্রী কে কবিতাকে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে নিয়ে পেশ করা হয়। বিআরএস নেত্রী কে কবিতাকে পাঁচ দিনের জন্য নিজেদের হেফাজতে রাখার আবেদন করে সিবিআই। সিবিআই-এর এই আবেদনের পর রায়দান সংরক্ষিত রাখে আদালত। পরে কে কবিতাকে আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত সিবিআই হেফাজতে পাঠিয়েছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত।

উল্লেখ্য, গত ৬ এপ্রিল বিশেষ আদালতের অনুমতি নিয়ে কবিতাকে তিহার জেলেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল সিবিআই। তাঁর বয়ান রেকর্ডও করা হয়েছিল। সেই সময়ই কবিতা ক্ষোভ উগরে জানিয়েছিলেন, যা হচ্ছে তা পুরোপুরি 'রাজনৈতিক'। বিরোধীদের 'টার্গেট' করে ফাঁসানো হচ্ছে। তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল, "শ্রেফ বয়ানের উপরেই সম্পূর্ণ মামলাটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। এটা একটা রাজনৈতিক মামলা। বিরোধী দলগুলিকে টার্গেট করে মামলা করা হচ্ছে। সিবিআই ইতিমধ্যেই জেলে আমার বয়ান গ্রহণ করেছিল।"

প্রসঙ্গত, দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় ইডি গত ১৫ মার্চ কবিতার হায়দরাবাদের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। সেই সঙ্গে চলে জিজ্ঞাসাবাদ। পরে সেদিনই বিকেলে গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। দাবি, আমি আদমি পার্টির নেতা ও দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া আবগারি নীতির পরিবর্তন করে দক্ষিণ ভারতে যে ব্যবসায়িক সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে দিয়েছিলেন, তার ৬৫ শতাংশের মালিক এই কবিতা। অন্যায় সুবিধা পেতে তিনি আপ নেতাদের ১০০ কোটি টাকা দেন বলেও অভিযোগ ইডির।

সরকারের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর জোর দিয়ে এই বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা এবং হাসপাতালগুলিতে যথাযথ প্রস্তুতির পরামর্শ প্রধানমন্ত্রীর

আসন্ন গ্রীষ্মকালীন মরশুমের আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং স্বাভাবিকের থেকে ওপরে তাপমাত্রা থাকার আশঙ্কা সম্পর্কে অবহিত করা হল প্রধানমন্ত্রীকে

স্বাস্থ্যক্ষেত্রের প্রস্তুতিও খতিয়ে দেখলেন প্রধানমন্ত্রী

সচেতনতা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নানা তথ্য স্থানীয় ভাষায় বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারের ওপর জোর

স্বাস্থ্য মন্ত্রক এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের জারি করা নির্দেশিকা স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করে ব্যাপক প্রচারের উদ্যোগ

নতুন দিল্লি, ১১ এপ্রিল, ২০২৪ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী তাপপ্রবাহজনিত পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রস্তুতি পর্যালোচনা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীকে চলতি বছরের এপ্রিল থেকে জুন মাসের আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে, বিশেষত মধ্য ভারত ও পশ্চিম ভারতের উপদ্বীপিয় অঞ্চলে স্বাভাবিকের থেকে বেশি তাপমাত্রা থাকার আশঙ্কা সম্পর্কে জানানো হয়।

এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় অত্যাবশ্যক ওষুধপত্র, ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুইড, আইস প্যাক, ওআরএস ও পানীয় জল পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হয়।

সচেতনতা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য স্থানীয় ভাষায় টেলিভিশন, রেডিও ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই বছর গ্রীষ্মের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেশি থাকার আশঙ্কা, এর সঙ্গে চলবে সাধারণ নির্বাচনও। এর পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রক ও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকাগুলি স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করে ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী পরিস্থিতি মোকাবিলায় সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের ওপর জোর দিয়েছেন। কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও জেলা স্তরে সরকারের প্রতিটি শাখা এবং বিভিন্ন মন্ত্রকের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বনে আগুন লাগলে তা যাতে দ্রুত চিহ্নিত করে নিভিয়ে ফেলা যায়, সেই ব্যবস্থা করারও নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিব, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব, ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের আধিকারিকরা এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

অমিত শাহের ভাষা নিয়ে সভায় প্রশ্ন তুললেন মমতা

কোচবিহার, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : 'বলছে উল্টে ঝুলিয়ে রেখে দেব! এটা হোম মিনিস্টারের মুখের ভাষা! এই ভাষা কি গণতন্ত্রে শোভা পায়?' দু"দিনের ব্যবধানে শুক্রবার কোচবিহারের দিনহাটার নির্বাচনী মঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই মুখের ভাষা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুধবার বালরঘাটের বুনিয়াদপুরের নির্বাচনী সভা থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ভূপতিনগরের ঘটনা নিয়ে বলেছিলেন, """আপনার কেউ চিন্তা করবেন না। হাইকোর্ট এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। সবাইকে উল্টো ঝুলিয়ে সোজা করে দেওয়া হবে।""

এদিনের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এরপরই মমতার হুঁশিয়ারি, 'কাদের ঝুলিয়ে রাখবে? এত রংবাজি কোরো না।" সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশে মমতার প্রশ্ন, "সংবাদমাধ্যমের বন্ধুরা কিছু বলবেন না? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন, উল্টে ঝুলিয়ে দেবেন। কিছু বলবেন না?"

মমতা আরও বলেন, "শাহ এমন করে বলছেন যেন ওঁরা ৫৪৩টির মধ্যে ১০৪৩টি আসন পেয়ে গিয়েছেন। আমি বলি, এত তাড়াহুড়ো কোরো না। খেলাটা এত সহজ নয়। আগে নিজের চেহারা আয়নায় দেখো।" একই সঙ্গে কমিশনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভারতবর্ষের ভোটের দিকে সারা বিশ্ব তাকিয়ে রয়েছে। মনে রাখবেন, বিজেপির কথায় আপনারা ভোটে পক্ষপাতিত্ব করলে মানুষ কিন্তু ক্ষমা করবে না।'

শাহের বাংলা উচ্চারণ নিয়েও কোচবিহারের সভা থেকে কটাক্ষ করেছেন মমতা। বালুরঘাটকে শাহ 'বেলুরঘাট' বলেছেন বলে অভিযোগ। মমতা বলেন, "বালুরঘাটকে বলছে বেলুরঘাট। নামটাও জানে না।" শাহের এই উচ্চারণ নিয়ে বুধবার কটাক্ষ করেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বাংলার কেন্দ্রের নামের উচ্চারণ ভুল করেছেন দেখিয়ে শাহ এবং বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে বহিরাগত তকমাও দিয়েছিলেন তিনি। মমতাও সেই ইস্যু উস্কে দিলেন কোচবিহার থেকে।

বিজেপিকে নিশানা করে মমতা বলেন, 'আগেরবার বলেছিল ২০০ পার। এবার বলছে ৪০০ পার। আগে ২০০ পার করুন, তারপর সাঁতার কাটবেন! যদি মানুষ আপনাদের এতই ভালবাসে তাহলে আপনাদের হাতিয়ার কেন বিজেপির সাধারণ কর্মী নয়, কেন এনআইএ, সিবিআই, ইনকাম ট্যাক্সকে হাতিয়ার করতে হচ্ছে!'

১২ ঘন্টা ট্রেডমিলে দৌড়ে ওড়িশার যুবকের নাম উঠল গিনেস বুকে

রাউরকেল্লা, ১২ এপ্রিল (হি. স.): ট্রেডমিলে ছুটেও গড়া যায় বিশ্ব রেকর্ড। ওড়িশার রাউরকেল্লা নিবাসী এক ব্যক্তি ট্রেডমিলে ছুটে এবার গিনেস বুকে নিজের নাম তুললেন।জানা গেছে, সুমিত সিংহ নামে ওই ব্যক্তি টানা ১২ ঘণ্টা দৌড়েছেন ট্রেডমিলের উপর। সকাল ৮টা ১৫ থেকে রাত ৮টা ২০ পর্যন্ত ট্রেডমিলে ৮৪.০৪ কিলোমিটার দৌড়ে ঘরে এনেছেন গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের খেতাব। ১২ এপ্রিল, শুক্রবার রাউরকেল্লার সুমিতের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের শংসাপত্র।সুমিত জানিয়েছেন, "আমি খুশি, কারণ রাউরকেল্লায় প্রথম কোনো একজন ক্রীড়াবিদ গিনেস বুকে নাম তুলেছে।

দাড়িভিট মামলায় মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিবকে কড়া নির্দেশ আদালতের

কলকাতা, ১২ এপ্রিল, (হি.স.): দাড়িভিট নিয়ে আদালত অবমাননার মামলায় এবার রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং এডিজি সিআইডি-কে সশরীরে হাজিরার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী সোমবার তাঁদের হাজিরা দিতে বলেছেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। হাজিরা না দিলে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হতে পারে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে হাইকোর্ট।

বছর ১০ মে দাড়িভিট মামলায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। কিন্তু এতদিন হয়ে গেলেও পরিবারগুলিকে ক্ষতিপূরণ এবং এনআইএ-র কাছে রাজ্যের পক্ষ থেকে নথি দেওয়া হয়নি।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, নির্দেশ পাওয়ার পরও রাজ্যের কোনও হেলদোল নেই। রাজ্যের অন্যতম শীর্ষ পদে থাকা সত্ত্বেও আদালতের নির্দেশ কেউ মানছেন না, এটা দেখে হতবাক বিচারপতি।

কেন এখনও পর্যন্ত হাইকোর্টের নির্দেশ পালন করা হয়নি, তাই জানতে চান বিচারপতি মান্থা। সেই কারণেই আগামী সোমবার রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং এডিজি সিআইডি-কে আদালতে সশরীরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

গত ৩ এপ্রিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে ধাক্কা খায় রাজ্য। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ বহাল থাকে দাড়িভিট কাণ্ডে। উত্তর দিনাজপুরের দাড়িভিটের ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় আদালত অবমাননার রুল জারি করেছিলেন বিচারপতি। রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও ডিআইজি সিআইডির বিরুদ্ধে রুল জারি হয়। এরপর সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি।

ফের অশান্ত সন্দেশখালি, বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন জব কার্ড হোল্ডাররা

উত্র ২৪ পরগনা, ১২ এপ্রিল, (হি.স.): ১০০ দিনের কাজের সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সামিল হলেন জব কার্ড হোল্ডাররা। শুক্রবার ১০০ দিনের কাজের সুপারভাইজার বরুন দাসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।

সন্দেশখালীর ন্যাজাট থানার অন্তর্গত নিত্যবেরিয়া এলাকার ঘটনা। এদিন সকালে এলাকাবাসীরা বরুন দাসের বাড়ির সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বরুণ দাস গ্রামের মানুষকে দিয়ে "নরেগা" প্রকল্পের কাজ করিয়ে কোনও টাকা দেননি।

স্থানীয় সূত্রের খবর, বর্তমান বরুন দাস এলাকা থেকে বেপাত্তা। তাঁর বাড়ি তালা বন্ধ। গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের অগ্রিম খবর পেয়ে বরুণ দাস বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে বলে অভিযোগ। এমনকি তাঁকে ফোনে যোগাযোগ করাও যায়নি।

গত ৫ জানুয়ারি রেশন দুর্নীতির তদন্তে নেমে সন্দেশখালিতে শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশিতে যায় ইডি। সেসময়ই শাহজাহানের অনুগামীদের হামলার মুখে পড়েন ইডি অধিকারিকেরা।

বিচার ব্যবস্থা নিয়ে সভায় প্রশ্ন মমতার

কোচবিহার, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : বিচার ব্যবস্থা নিয়ে শুক্রবার দিনহাটার সভায় প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'বিচারালয়গুলোতে কী কী হচ্ছে সবাই জানে। তৃণমূল কর্মী জামিন চাইতে গেলে জেল, আর বিজেপি কর্মী খুন করলেও সঙ্গে সঙ্গে জামিন! তার বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না। যেন বিজেপির লিডারের মতো কথা বলছে। সবাই নয়, তবে কয়েকজন রয়েছেন।'

নাম না করে প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গও ফের টেনে এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী। হাইকোর্টের বিচারপতির পদ থেকে অবসর নিয়ে লোকসভা ভোটে তমলুকে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন অভিজিৎবাবু। এদিন মমতা বলেন, 'এই তো দেখলেন চাকরি খেয়ে নিয়ে এখন বিজেপির নেতা হয়ে বসে আছে।

সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ডাল মজুতের তথ্য জানাতে রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে নির্দেশ কেন্দ্রের

প্রধান প্রধান বন্দরের গুদাম এবং শিল্প হাবগুলিতে ডালের মজুত খতিয়ে দেখা হবে : ক্রেতা বিষয়ক দপ্তর

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল, ২০২৪ সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ডাল মজুতের তথ্য প্রকাশের বিষয়টি কার্যকর করার জন্য বুধবার দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। দেশের প্রধান প্রধান বন্দরের গুদাম এবং ডাল শিল্পের হাবগুলিতে কত ডাল মজুত রয়েছে, তা সময়ে সময়ে যাচাই করা হবে এবং মজুতের ব্যাপারে কোনোরকম মিথ্যা তথ্য পাওয়া গেলে, কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাজ্যগুলির ক্রেতা বিষয়ক, খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের প্রধান সচিব ও সচিবদের সঙ্গে ৫ এপ্রিল এক বৈঠক করেন ক্রেতা বিষয়ক দপ্তরের সচিব শ্রীমতী নিধি খারে। সেখানে ডালের মজুত সংক্রান্ত নীতি কার্যকর করার নির্দেশ দেন তিনি। ডালের মজুতের ওপর নজরদারির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি, মজুতদারি ও কালোবাজারির মাধ্যমে ডালের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কেও সতর্ক করে দেন তিনি। সেইসঙ্গে, ডাল আমদানিকারক বিভিন্ন সংস্থা এবং ডাল শিল্পের সঙ্গে যুক্ত প্রতিনিধিদের সঙ্গেও আমদানি এবং মজুতের তথ্য প্রকাশ নিয়ে বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকে উপস্থিত প্রতিনিধিরা তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। আমদানিকারক এবং ঐ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত প্রতিনিধিদের ডালের মজুত সম্পর্কে তথ্য জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ডাল মজুত সংক্রান্ত তথ্য জানানোর প্রক্রিয়ায় গতি আনতে ক্রেতা বিষয়ক দপ্তর [illegible] একটি পোর্টাল চালু করেছে।

তুর, বিউলি, ছোলা, মুসুর এবং মুগ — এই পাঁচটি প্রধান ডাল ছাড়াও রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে হলুদ ডালের আমদানি অনুযায়ী মজুতের ওপর নজর রাখতে বলা হয়েছে। ২০২৩-এর ৮ ডিসেম্বর থেকে ২০২৪-এর ৩০ জুন পর্যন্ত হলুদ ডাল আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

তৃণাঙ্কুরকে 'পার্থ ভৌমিকের পোষ্য পুত্র' বলে কটাক্ষ অর্জুন সিংয়ের

উত্তর ২৪ পরগনা, ১২ এপ্রিল, (হি.স.) : জিটিএ এলাকায় শিক্ষক দুর্নীতি মামলায় নাম জড়িয়েছে তৃণমূল ছাত্র নেতা তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য্যের। শুক্রবার প্রচারে বেরিয়ে তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য্যকে 'পার্থ ভৌমিকের পোষ্য পুত্র' বলে কটাক্ষ করলেন ব্যারাকপুরে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং।

শুক্রবার সাত সকালে প্রচারে বেরিয়েছিলেন অর্জুন সিং। নৈহাটি ৬ নম্বর বিজয়নগর মোড়ে নির্বাচনী প্রচার করেন। প্রচারের ফাঁকেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। তখন তিনি জিটিএ এলাকায় শাসকদলের দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হন।

জিটিএ দুর্নীতিতে নাম জড়ানোর পরে অভিযুক্ত তৃণমূল ছাত্রনেতা বিজেপির দিকেই আঙুল তুলেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য্যের দাবি, 'ভোটের মুখে উড়ো চিঠিকে সামনে রেখে তৃণমূল কর্মীদের মনোবল ভাঙার চেষ্টা চলছে। তবে এভাবে কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে তৃণমূল নেতাদের মনোবল ভাঙা যাবে না। আমি কোনও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নই। তবে অভিযোগ যখন উঠেছে তদন্ত হোক, আমি যে কোনও তদন্তের মুখোমুখি হতে রাজি আছি।'

তৃণমূলের ছাত্র নেতার নাম নিয়ে অর্জুনবাবু বলেন, 'তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য্য হলেন পার্থ ভৌমিকের পোষ্য পুত্র। ওনাকে রাজ্য ছাত্র নেতা করা হয়েছিল। তাঁর কাজ কর্ম, চাল চলনের দিকে যদি সেখানে নজর দেওয়া হতো, তাহলে এই এফআইআর আরও আগেই হওয়া উচিত ছিল। ওঁর নামে যখন এফআইআর হয়েছে তখন তাঁর গুরু পার্থ ভৌমিকের নামেও এফআইআর হবে। এই দুর্নীতিতে ওনারও নাম আছে। এটা নিয়ে সকলেই নিশ্চিত থাকতে পারেন।'

এদিন অর্জুন সিংয়ের মতোই সকাল সকাল প্রচারে নেমে পড়েন ব্যারাকপুরের তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক। গারুলিয়ার তিনটি ওয়ার্ডে প্রচার সারেন। সেখানে তৃণমূল প্রার্থীকে এবিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'কোথায় জিটিএ আর কোথায় তৃণাঙ্কুর। জিটিএ একটা স্বশাসিত সংস্থা। এর সঙ্গে কারও যোগ থাকার কথা নয়। ভোটের আগে তৃণমূলকে চাপে রাখতে উদ্দেশপ্রণোদিতভাবে পরিকল্পনা করে এসব করছে বিজেপি।'

টাকা সরাতেই আলমগিরের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছিল", আদালতে ইডি

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : শাহজাহানের সংস্থা এসকে সাবিনা ফিশারিজ থেকে দু'কোটি এক লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন তাঁর ভাই আলমগির। মাছ সরবরাহের নামে আলমগিরকে ওই টাকা দেওয়া হলেও বাস্তবে কোনও মাছ সরবরাহ করা হয়নি।

আদালতে শুক্রবার এমনটাই দাবি করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। তাদের আরও দাবি, আসলে জমি দখলের টাকা পাচার করতেই আলমগিরের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো হয়েছিল। শাহজাহানের দুই 'শাগরেদ' শিবু এবং দিদারকেও দেওয়া হয়েছে টাকা। ২২ এপ্রিল পর্যন্ত তিন জনকে ইডি হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত।

শুক্রবার ইডি বিশেষ আদালতে শাহজাহানের ভাই আলমগির এবং দুই শাগরেদ শিবু, দিদারকে হাজির করানো হয়। ইডির তরফে জানানো হয়, শাহজাহানের জমি, ভেড়ি দখলের তদন্তে নেমে নানা তথ্য উঠে এসেছে।

ইডি দাবি করে, এসকে সাবিনা ফিশারিজ থেকে দিদার পেয়েছেন সাত কোটি, ৭৪ লক্ষ টাকা ৫৭ হাজার টাকা। এর মধ্যে দু'কোটির উপর টাকা নগদ তুলে নিয়েছেন তিনি। শিবপ্রসাদ হাজরা পেয়েছেন ৫০ লক্ষ টাকা। তবে ওঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বিভিন্ন সময় বিপুল পরিমাণ টাকা জমা দেওয়া হয়েছে। ইডি জানিয়েছে, বিভিন্ন জনের বয়ান থেকে জানা গিয়েছে, এই টাকার একটা অংশ অভিযুক্তেরা পেয়েছিলেন।

বিএসএফকে দিয়ে ভোট করাতে পারেন নিশীথ, সতর্কতা মমতার

কোচবিহার, ১২ এপ্রিল (হি.স.): কোচবিহারে ভোটের দিন গোলমাল পাকিয়ে বিএসএফকে দিয়ে ভোট করিয়ে নিতে পারেন বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক! নির্বাচনী প্রচারে সেই আশঙ্কা প্রকাশ করে তৃণমূলের উদয়ন গুহকে "ঠান্ডা" থাকার পরামর্শ দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসনের একাংশকেও সতর্ক করলেন তৃণমূলনেত্রী। নিরপেক্ষভাবে কাজ করার পরামর্শও শোনা গেল তাঁর গলায়।শুক্রবার দিনহাটায় প্রচারসভা করেন তৃণমূল দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোচবিহারের তৃণমূল প্রার্থী জগদীশ বসুনিয়ার সমর্থনে প্রচারসভা ছিল তাঁর। ভোটের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন রাজ্যের মন্ত্রী উদয়ন গুহ। তাঁর উদ্দেশে মমতা বলেন, 'উদয়নকে বলব, ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল। ঠান্ডা মাথায় ভোটটা করতে হবে। ও (নিশীথ প্রামানিক) তোমাকে গন্ডগোলে জড়িয়ে দিয়ে বিএসএফকে দিয়ে ভোটটা করিয়ে নেবে। ভুলেও এটা করতে দিও না। আগে থেকে নিজেকে তৈরি রাখো।'

আমজনতার উদ্দেশ্যে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের দাবি, 'শান্তি বজায় রাখুন।' ভোটের মরশুমে তাঁর পরামর্শ, 'মাথা ঠান্ডা রাখুন। ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল।' রাজ্য প্রশাসনকেও সতর্ক করেন মমতা। তাঁর কথা, 'প্রশাসনকে বলব, এখানে ১৯ তারিখ ভোট। ১৭ তারিখ ৫টার পর এখানে যেন একটাও মিছিল-মিটিং না হয়।'

একইসঙ্গে তৃণমূলনেত্রীর হুঁশিয়ারি, 'বাইক বাহিনীকে যদি যেতে দেন, বিএসএফের সঙ্গে যোগসাজশ করেন, তাহলে মনে রাখবেন আমজনতা আপনাকেও একদিন বিতাড়িত করবে। আপনাদের ছেড়ে কথা বলবে না।'

এর পর স্থানীয় প্রশাসনের একাংশের বিরুদ্ধেও "চুপ" থাকার অভিযোগ এনেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, নিশীথ গুন্ডা নিয়ে ঘুরে বেরায়, মানুষের উপর অত্যাচার করে। আর প্রশাসন সব দেখেও চুপ করে থাকে। এর পরই তৃণমূলের সভানেত্রীর প্রশ্ন, এতো ভয় কিসের? চাকরি যাবে? ইলেকশন কমিশন সরিয়ে দেবে? তাহলে ২ মাস পর কী করবেন? তার চেয়ে এখনই দিল্লি চলে যান। হয় দিল্লি চলে যান নয়তো নিশীথের বাড়ি গিয়ে বসে থাকুন, তাহলে আর আইনশৃঙ্খলা সামলাতে হবে না।' শেষে তাঁর হুঁশিয়ারি, 'কোচবিহারের যদি আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়, কাউকে ছেড়ে কথা বলব না।'

মোদী জনগণের সুখে-দুঃখে পাশে আছে, জনতার স্বপ্নই মোদীর সংকল্প : প্রধানমন্ত্রী

বারমের, ১২ এপ্রিল (হি.স.): মোদী জনগণের সুখে-দুঃখে পাশে আছে, জনতার স্বপ্নই মোদীর সংকল্প। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার রাজস্থানের বারমেরে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'মোদী জনগণের সুখে-দুঃখে পাশে আছে, কারণ জনগণের স্বপ্নই মোদীর সংকল্প"। কয়েক দশক ধরে তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি সম্প্রদায়ের মানুষজনের প্রতি বৈষম্যকারী কংগ্রেস এখন ঢোল বাজাচ্ছে। যখনই নির্বাচন আসে- সংবিধানের নামে মিথ্যাচার আইএনডিআই জোটের সব সাংবিধানিক দলের কাছে একটি ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। কংগ্রেস ইচ্ছাকৃতভাবে বাবা সাহেব ভীম রাও আম্বেদকরকে নির্বাচনে হারিয়েছিল এবং তাকে ভারতরত্ন পেতে দেয়নি। কংগ্রেস দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে সংবিধানকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল, এখন তারা মোদীর বিরুদ্ধে সরব হয়ে সংবিধানের নামে মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে। মোদীই প্রথমবারের মতো দেশে সংবিধান দিবস উদযাপন শুরু করেছিল, বাবা সাহেবের সাথে যুক্ত পঞ্চতীর্থের বিকাশ করেছিল।'

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'কংগ্রেস এবং তাঁদের আইএনডিআই জোট থেকে সাবধান থাকা দরকার যা বাবাসাহেব এবং সংবিধানকে অপমান করে। কংগ্রেসকে শাস্তি দেওয়ার সময় এসেছে। কংগ্রেসের ইস্তেহারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে কংগ্রেসের দেওয়া প্রতিশ্রুতি কতটা ঘৃণাতে ভরা।

কাজের সন্ধান

আগরতলায় পরীক্ষার মাধ্যমে ডিপ্লোমা ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারদের থেকে ৯৬৮ নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। কেন্দ্রীয় সরকারের সারা দেশের অফিসগুলিতে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পদে ৯৬৮ নিয়োগের জন্য প্রার্থীবাছাই করবেন স্টাফ সিলেকশন কমিশন। জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এগজামিনেশন, ২০২৪ পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রার্থীবাছাইয়ের জন্য প্রথমে কম্পিউটার ভিত্তিক অবজেক্টিভ টাইপের পরীক্ষা নেওয়া হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - সিভিল/ মেকানিক্যাল/ ইলেকট্রিক্যালে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ। চাকরি হবে সি.পি.ডব্লিও.ডি, সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন, পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট, বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন, এন.টি.আর ইত্যাদি অর্গানাইজেশনে। মূল মাইনে - লেভেল ৬ অর্থাৎ ম্যাট্রিক্স ৭ সেন্ট্রাল পে কমিশন মোতাবেক প্রতি মাসে ৩৫,৪০০ - ১,১২,৪০০ টাকা স্কেলে।

অন্তত সিভিল/ মেকানিক্যাল/ ইলেকট্রিক্যালে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ তরুণ-তরুণীরা ০১-০৮-২০২৪ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছর হলে আবেদন করতে পারেন। তবে এবছর যাঁরা ফাইন্যাল পরীক্ষায় বসছেন, ফল প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষায়, তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী প্রার্থীরা যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। যেমন, ওবিসি-দের জন্য বয়সের উর্ধ্বসীমা ৩৫ বছর, এসসি/এসটি-দের জন্য ৩৭ বছর, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ৪২ বছর। পদগুলো গ্রুপ-বি নন্ গ্যাজেটেড। শূন্যপদের মোট সংখ্যা ৯৬৮ হলেও নিয়োগের সময় তা বাড়তে পারে বলে খবর রয়েছে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। অনিবার্য কারনে চিরাচরিত পদ্ধতিতে অর্থাৎ অফলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর পদ্ধতি ওঠে গেছে। অনলাইনে দরখাস্ত করতে হলে নিজের সই ও পাসপোর্ট মাপের জেপিজি ফর্ম্যাটের ১০০ বাই ১২০ পিক্সেলের ফটো (৮-বি গ্রে স্কেলে) স্ক্যান করে রাখবেন। পরীক্ষার নির্ধারিত ফি পাঠাবেন ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। এসসি, এসটি, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী অথবা যে-কোনও মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই এগ্‌জাম-ফি লাগবে না। তবে ছবি-সই স্ক্যানিং, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ, রেজিস্ট্রেশন প্রিন্ট আউট, কল লেটার ডাউনলোড করার সমস্ত খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্তের প্রয়োজনীয় নিয়মনির্দেশ ওয়েবসাইটেই পাবেন, তবে দরখাস্ত করতে হবে ১৮ এপ্রিলের মধ্যে। অর্থাৎ শেষ তারিখ ১৮ এপ্রিল। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, ব্যাঙ্ক চালান পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কে জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। ব্যাঙ্ক চালান সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে স্থায়ী মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং ৩/(২)/১/ ২০২৪ - পিএন্ড পি-টু। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট এবং পরীক্ষার ফি জমা করার বিশেষ ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

মোট শূন্যপদ ৯৬৮টির মধ্যে এসসি'র জন্য ১৫৭টি, এসটি'র জন্য ৬৮টি, ওবিসি'র জন্য ২৭৯টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৯৭টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৩৭৭টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ১৮টি পদ শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৪টি পদ অন্যান্যদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। প্রার্থীবাছাই হবে স্টাফ সিলেকশন কমিশনের 'জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এগজামিনেশন, ২০২৪-এর মাধ্যমে। পরীক্ষায় থাকবে দুটি পর্ব। প্রথম পর্বে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা। ২০০ নম্বরের, অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস টাইপের। তাতে থাকবে ৩ পেপার, দু'টিতে ৫০টি করে প্রশ্ন, ১০০ নম্বর। অপরটিতে ১০০ প্রশ্ন, ১০০ নম্বর। পেপারগুলি হল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং, জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস এবং নিজস্ব বিষয়ের ওপর জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং। সব প্রশ্নই হবে ইংরেজি এবং হিন্দিতে দ্বিভাষিক। সব পেপারেই আলাদা-আলাদা ভাবে সফল হতে হবে। নেগেটিভ মার্কিং থাকবে, প্রতিটি ভুলের জন্য ০.২৫ নম্বর অর্থাৎ ৪টি ভুলের জন্য ১ নম্বর খোয়াতে হবে। ২ ঘন্টার পরীক্ষা, সকাল ১০টা থেকে ১২টা। বিকেলের শিফ্‌ট হলে বেলা ২টো থেকে ৪টে। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার ফল বেরোলে সফল প্রার্থীরা তার দু'এক মাসের মধ্যেই পেপার-টু'র জন্য ডাক পাবেন। পরীক্ষাকেন্দ্র হবে পূর্বাঞ্চল, মধ্যাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য মোট ২৭টি জায়গায়: ত্রিপুরার প্রার্থীরা আগরতলায় পরীক্ষা কেন্দ্র পেয়ে যাবেন। যে অঞ্চলে আবেদন করবেন কেবল সেখানকার যে-কোনও তিনটি পরীক্ষাকেন্দ্র বাছাই করে ক্রমানুসারে উল্লেখ করতে হবে। পরীক্ষা নেওয়া হবে অক্টোবরে, তবে কল লেটারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়সূচি জানানো হবে।

অনলাইনে দরখাস্ত পাঠিয়ে পরীক্ষা ছাড়াই কর্পোরেট সেক্টরে ২৩৯ ট্রেনি নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। সারা দেশ জুড়ে বিভিন্ন কর্পোরেট সেক্টরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনি নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে কয়েক হাজার হলেও এন.এল.সি লিমিটেডে ২৩৯টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু করে ডিপ্লোমা পাশ পর্যন্ত সকলেই আবেদন করতে পারেন। অধিক নম্বর এবং আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৮-৩৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ এপ্রিল। মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। এন.এল.সি-এর ক্ষেত্রে বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ অথবা প্রয়োজনে লিখিত পরীক্ষার জন্য পরে ডাকা হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা যে-কোনও একটির ট্রেডের উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্যান্য কর্পোরেট সেক্টরের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে আবেদন করতে পারেন ১৯ এপ্রিলের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ১৯ এপ্রিল। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশাগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের কম যোগ্যতার ডিসিপ্লিনে বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন কর্পোরেট সেক্টরের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে 'কেরিয়ার' ট্যাব-এ। আবেদন করার কৌশল বা পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে ফোনে যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের আন্ডারটেকিং এধরনের কর্পোরেট সেক্টরে ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। পরবর্তী সময়ে ওই সমস্ত কর্পোরেট সেক্টরে চাকরির ক্ষেত্রে এপ্রেন্টিস সার্টিফিকেট অর্জনকারীদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। আর.সি.এফ-এ ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৩-২০২৪-এর হিসেবে ১৮ থেকে ৩৭ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - এন.এল.সি / এল এন্ড ডিসি. ০১/২০২৪/ এপ্রেন্টিস। তারিখ ১৫ মার্চ, ২০২৪। ডিভিশন ও স্কিম অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনি হিসেবে ক্রমিক নং (১)ঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনি/ এসএমই এন্ড টেকনিক্যাল (ও এন্ড এম), শূন্যপদের সংখ্যা ১০০টি। ক্রমিক নং (২) ঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনি (মাইনস এন্ড মাইনস সাপোর্ট সার্ভিসেস), শূন্যপদের সংখ্যা ১৩৯টি। সামগ্রিক হিসেবে মোট ২৩৯টি শূন্যপদের মধ্যে এসসি'র জন্য, এসটি'র জন্য, ওবিসি প্রার্থীর জন্য এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। অবশিষ্ট পদগুলো অসংরক্ষিত। এর মধ্যে আবার ৪ শতাংশ আসন শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। প্রতিটি পদের ক্ষেত্রে ট্রেনিংয়ের সময়কাল ৩ বছর। ক্রমিক নং (১) ঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনি/ এসএমই এন্ড টেকনিক্যাল (ও এন্ড এম) এর ক্ষেত্রে প্রতি মাসে মূল মাইনে বা স্টাইপেন্ড হিসেবে প্রথম বছর প্রতি মাসে ১৮ হাজার টাকা, দ্বিতীয় বছর প্রতি মাসে ২০ হাজার টাকা, তৃতীয় বছর প্রতি মাসে ২২ হাজার টাকা। ক্রমিক নং (২) ঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনি (মাইনস এন্ড মাইনস সাপোর্ট সার্ভিসেস) এর ক্ষেত্রে প্রতি মাসে মূল মাইনে বা স্টাইপেন্ড হিসেবে প্রথম বছর প্রতি মাসে ১৪ হাজার টাকা, দ্বিতীয় বছর প্রতি মাসে ১৬ হাজার টাকা, তৃতীয় বছর প্রতি মাসে ১৮ হাজার টাকা। ট্রেনিংয়ের স্থান এনএলসি-র যে-কোনও সেক্টরে হতে পারে। এছাড়া, প্রতিটি পদের ক্ষেত্রে যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়সের উর্ধ্বসীমা, প্রতি মাসের মূল মাইনে বা স্টাইপেন্ড, প্রসেসিং ফি, আবেদন করার কৌশল ইত্যাদি জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে জেনে নিতে হবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে যোগাযোগ স্থাপন করেও জেনে নিতে পারেন।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **সুপারভাইজর, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (কেন্দ্রীয় মুদ্রন মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৯৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে গ্র্যাজুয়েট, পিজি ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা মে/ জুনে, তবে পরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেশনাল (বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ১২৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদেরপরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ডিউটি অফিসার, হ্যান্ডিম্যান, কাস্টমার সার্ভিস এক্সিকিউটিভ (এয়ারপোর্ট অথরিটি, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ২৪৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, কনসালটেন্ট, অডিওলজিস্ট (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৪২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদেরপরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **টিচিং স্টাফ, নন-টিচিং স্টাফ (নিপার, গুয়াহাটি),**
শূন্যপদ ঃ ৭৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদেরপরীক্ষা কেন্দ্র আসামে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (কেন্দ্রীয় সরকার),**
শূন্যপদ ঃ ৯৬৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সিভিল/ মেকানিক্যাল/ ইলেকট্রিক্যাল নিয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ,
বয়স ঃ ১৮ - ৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ এপ্রিল,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৪ জুন থেকে, কেন্দ্র আগরতলা সহ অন্যান্য শহরে, তারিখ ও কেন্দ্র সম্পর্কে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। ।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনি (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ২৩৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমাপাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ এপ্রিল,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ল্যাব টেকনেশিয়ান, ফার্মাসিস্ট, ড্রাইভার (স্বাস্থ্য বিভাগ, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ৪১৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, ডিগ্রি পাশদেরও নির্দিষ্ট পদ রয়েছে,
বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ এপ্রিল ,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র দিল্লিতে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, টেকনেশিয়ান (রেল মন্ত্রক, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ৪৩৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ২১-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ১১ মে থেকে, তবে তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **প্রফেসর (এইমস),**
শূন্যপদ ঃ ১২৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ফ্যাকাল্টি (এইমস),**
শূন্যপদ ঃ ৮৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (রেল পরিবহন নিগম),**
শূন্যপদ ঃ ৭২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা শীঘ্রই, তবে কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র রেসিডেন্ট, টিউটর (স্বাস্থ্য দপ্তর, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ৮২৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকার বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৯৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **স্টাফ নার্স, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটেন্ড্যান্ট, নন-টিচিং স্টাফ (নবোদয়)**
শূন্যপদ ঃ ১৩৭৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে শুরু ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজিপাশদের পদ রয়েছে,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

মাধ্যমিক পাশদেরও চাকরির সুযোগ নবোদয় স্কুলে ১৩৭৭ নন-টিচিং স্টাফ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। ত্রিপুরা, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে সমস্ত নবোদয় বিদ্যালয় সমূহে স্টাফ নার্স, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটেন্ড্যান্ট, নন-টিচিং স্টাফ পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৭৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে শুরু ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজিপাশদের পদ রয়েছে, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। এককথায়, আবেদন করতে হবে অনলাইনের মাধ্যমে, পরীক্ষাও নেওয়া হবে অনলাইনে।

নবোদয় বিদ্যালয় সমূহে নন-টিচিং বিভিন্ন পদে যেমন ফিমেল স্টাফ নার্স, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটেন্ড্যান্ট, কম্পিউটার অপারেটর, হেল্পার, এমটিএস ইত্যাদি পদে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩০-০৪-২০২৪-এর হিসেবে অনূর্ধ্ব ৩৫-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তবে এসসি/এসটি/ ওবিসি সহ বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমায় ছাড় রয়েছে। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে।

নিয়োগ হবে এই পদগুলোতে ঃ ক্রমিক নং - ১ ঃ পদের নাম - স্টাফ নার্স ঃ মোট শূন্যপদ ১২১টি, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর। যোগ্যতা ঃ বিএসসি (অনার্স) নার্সিং/ বিএসসি নার্সিং/ পোস্ট বেসিক বিএসসি নার্সিং পাশ। ক্রমিক নং - ২ ঃ পদের নাম - অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার ঃ মোট শূন্যপদ ৫টি, বয়স ঃ ২৩-৩৩ বছর। যোগ্যতা ঃ যে-কোন বিষয়ে ডিগ্রি পাশ। ক্রমিক নং - ৩ ঃ পদের নাম - অডিট অ্যাসিস্ট্যান্ট ঃ মোট শূন্যপদ ১২টি, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর। যোগ্যতা ঃ বি.কম ডিগ্রি পাশ। ক্রমিক নং - ৪ ঃ পদের নাম - জুনিয়র ট্র্যান্সলেশন অফিসার ঃ মোট শূন্যপদ ৪টি, বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর। যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয়ে পিজি ডিগ্রি পাশ। ক্রমিক নং - ৫ ঃ পদের নাম - লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ঃ মোট শূন্যপদ ১টি, বয়স ঃ ২৩-৩৫ বছর। যোগ্যতা ঃ ল্ বিষয়ে ডিগ্রি পাশ। ক্রমিক নং - ৬ ঃ পদের নাম - স্টেনোগ্রাফার ঃ মোট শূন্যপদ ২৩টি, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর। যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, নির্দিষ্ট গতির স্টেনোগ্রাফি জানতে হবে। ক্রমিক নং - ৭ ঃ পদের নাম - কম্পিউটার অপারেটর ঃ মোট শূন্যপদ ২টি, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর। যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক/ বিসিএ/ বিএসসি (কম্পিউটার সায়েন্স/ আই টি) ডিগ্রি পাশ। ক্রমিক নং - ৮ ঃ পদের নাম - ক্যাটারিং সুপারভাইজর ঃ মোট শূন্যপদ ৭৮টি, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর। যোগ্যতা ঃ হোটেল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে ডিগ্রি পাশ। ক্রমিক নং - ৯ ঃ পদের নাম - জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট (হেড কোয়ার্টার/ আর.ও) ঃ মোট শূন্যপদ ২১টি, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর। যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, নির্দিষ্ট গতিতে কম্পিউটারে টাইপ জানা হতে হবে। ক্রমিক নং - ১০ ঃ পদের নাম - জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট ঃ মোট শূন্যপদ ৩৬০টি, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর। যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, নির্দিষ্ট গতিতে কম্পিউটারে টাইপ জানা হতে হবে। ক্রমিক নং - ১১ ঃ পদের নাম - ইলেকট্রিশিয়ান কাম প্লাম্বার ঃ মোট শূন্যপদ ১২৮টি, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর। যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, সঙ্গে নির্দিষ্ট ট্রেডে আইটিআই পাশ হতে হবে। ক্রমিক নং - ১২ ঃ পদের নাম - ল্যাব এটেন্ড্যান্ট ঃ মোট শূন্যপদ ১৬১টি, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর। যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক/ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, ল্যাব টেকনিক জ্ঞান থাকতে হবে। ক্রমিক নং - ১৩ ঃ পদের নাম - মেস হেল্পার ঃ মোট শূন্যপদ ৪৪২টি, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর। যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ। ক্রমিক নং - ১৪ ঃ পদের নাম - মাল্টি টাস্কিং স্টাফ ঃ মোট শূন্যপদ ১৯টি, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর। যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ। সমস্ত কিছুর পাশপাশি অন্যান্য পদের ক্ষেত্রেও শূন্যপদের বিভাজন, যোগ্যতা, কারিগরি যোগ্যতা, বয়স, বেতনক্রম ও বিস্তারিত বিষয় জেনে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ্ অন্ করে 'ক্যারিয়ার' ট্যাবে ক্লিক করার মাধ্যমে।

দরখাস্ত করতে হবে কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সার্টিফিকেট বা শংসাপত্রও স্ক্যান করে রাখতে হবে আপলোড করার জন্য। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার নির্ধারিত ফি জমা দেবেন। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কীপরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।।

* কেন্দ্রীয় মুদ্রন মন্ত্রকের অধীনে **সুপারভাইজর, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে গ্র্যাজুয়েট, পিজি ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা মে/ জুনে, তবে পরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* বহিঃরাজ্যে **ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেশনাল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল, বাছাইকৃতদেরপরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে এয়ারপোর্ট অথরিটিতে **ডিউটি অফিসার, হ্যান্ডিম্যান, কাস্টমার সার্ভিস এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৪৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে। * কর্পোরেট সেক্টরে **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, কনসালটেন্ট, অডিওলজিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* নিপার, গুয়াহাটিতে **টিচিং স্টাফ, নন-টিচিং স্টাফ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা কেন্দ্র আসামে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৬৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সিভিল/ মেকানিক্যাল/ ইলেকট্রিক্যাল নিয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ, বয়স ঃ ১৮ - ৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৪ জুন থেকে, কেন্দ্র আগরতলা সহ অন্যান্য শহরে, তারিখ ও কেন্দ্র সম্পর্কে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। ।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৩৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ এপ্রিল, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে স্বাস্থ্য বিভাগে **ল্যাব টেকনেশিয়ান, ফার্মাসিস্ট, ড্রাইভার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪১৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, ডিগ্রি পাশদেরও নির্দিষ্ট পদ রয়েছে, বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র দিল্লিতে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে রেল মন্ত্রকে **ম্যানেজার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, টেকনেশিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৩৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ২১-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ১১ মে থেকে, তবে তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে। * এইমস-এ **প্রফেসর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* এইমস-এ **ফ্যাকাল্টি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল পরিবহন নিগমে **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা শীঘ্রই, তবে কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরে **সিনিয়র রেসিডেন্ট, টিউটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮২৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকার বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৯৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * নবোদয় স্কুল সমূহে **স্টাফ নার্স, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটেন্ড্যান্ট, নন-টিচিং স্টাফ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৭৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে শুরু ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশদের পদ রয়েছে, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

শুক্রবার আগরতলায় কাব্যলোকের কর্মকর্তারা এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। ছবি- নিজস্ব।

গোয়াল ঘরে ঢুকে একটি বাছুরকে টেনে নিয়ে গেল চিতাবাঘ, আতঙ্ক চালসায়

চালসা, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম বাতাবাড়ি এলাকায় বাড়ির গোয়াল ঘরে ঢুকে একটি বাছুরকে টেনে নিয়ে গেল চিতাবাঘ। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে খাবারের খোঁজে একটি চিতাবাঘ ঢুকে পড়ে এলাকার হাশরউদ্দিন মহম্মদের বাড়িতে। চিতাবাঘটি গোয়াল ঘরে ঢুকে একটি বাছুরকে টেনে বের করে। পরে বাড়ির লোকজন টের পেয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করলে চিতাবাঘটি বাছুরকে ছেড়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তবে চিতাবাঘের আক্রমণে বাছুরটির মৃত্যু হয়েছে।

এলাকার বাসিন্দা মাসিদুল ইসলাম বলেন, এর আগেও এলাকায় বহুবার চিতাবাঘের দেখা মিলেছে। পশ্চিম বাতাবাড়ির ওই এলাকাটির পাশেই রয়েছে বাতাবাড়ি চা বাগান ও খরিয়ার বন্দর জঙ্গল। ওই জঙ্গল ও চা বাগানেই আশ্রয় নিয়ে রয়েছে চিতাবাঘ বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান। শুক্রবার বন দফতরের খুনিয়া স্কোয়াড সূত্রে জানা যায়, নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করলে সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে। ওই এলাকায় খাঁচা বসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

বারামুল্লা লোকসভা আসনে লড়বেন ওমর আব্দুল্লাহ, জানিয়ে দিলেন ফারুক

শ্রীনগর, ১২ এপ্রিল (হি.স.): আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা লোকসভা আসন থেকে লড়বেন ওমর আব্দুল্লাহ। শুক্রবার এই ঘোষণা করেছেন ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর সভাপতি ফারুক আব্দুল্লাহ। এদিন ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর পক্ষ থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের দু''টি সংসদীয় আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়। ফারুক আব্দুল্লাহ বলেছেন, 'ওমর আব্দুল্লাহ উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লা লোকসভা আসন থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এবং আগা রুহুল্লাহ মধ্য কাশ্মীরের শ্রীনগর আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।'

জম্মু ও কাশ্মীরের তিনবারের বিধায়ক ওমর আব্দুল্লাহ বারামুল্লা আসনে পিপলস কনফারেন্সের চেয়ারম্যান সাজাদ লোন এবং পিডিপি-র ফায়াজ মীরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। অপরদিকে, রুহুল্লাহও তিনবারের বিধায়ক, তিনি পিডিপি-র ওয়াহিদ পারার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ওমর আব্দুল্লাহ এদিন বলেছেন, 'আমার লড়াই মূলত বিজেপির বিরুদ্ধে।' আগা রুহুল্লাহ বলেছেন, 'সংবিধান বাঁচাতে আমাদের লড়াই করতে হবে।'

দীর্ঘ টানাপোড়েন শেষে খুলল লাচেনের রাস্তা, পাহাড়ে ফের বন্ধ ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক

শিলিগুড়ি, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : দীর্ঘ টানাপোড়েন শেষে খুলে দেওয়া হল লাচেনের রাস্তা। এখনই পর্যটকদের প্রবেশের অনুমতি না মিললেও টানা ছয় মাস পর রাস্তাটি খুলে যাওয়ায় হাসি ফিরেছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের মুখে। কিন্তু এই হাসি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এদিকে বৃহস্পতিবারই নতুন করে ৪৮ ঘণ্টার জন্য ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ রাখার নির্দেশিকা জারি করেছে কালিম্পং জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ১৩ এপ্রিল সকাল ৬টা থেকে ১৫ এপ্রিল সকাল ৬টা পর্যন্ত রবিঝোরা থেকে ২৯ মাইল পর্যন্ত রাস্তাটি বন্ধ থাকবে। দিনের পর দিন জাতীয় সড়কটি বন্ধ থাকায় তার প্রভাব পর্যটনে পড়ায় ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা। যদিও পথ নিরাপত্তার স্বার্থেই রাস্তাটি দু'দিনের জন্য নতুন করে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত বলে জেলা প্রশাসনিক কর্তাদের বক্তব্য। কালিম্পংয়ের জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মনিয়ান টি বলছেন, 'প্রবল বর্ষণের জেরে রবিঝোরা এবং লিকুভিরে ধস নামছে। ওপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে মেরামতির কিছু কাজ করবে পূর্ত দফতর। ওই কাজের জন্য জাতীয় সড়কটি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

প্রসঙ্গত, ৪ অক্টোবর সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের জেরে তিস্তার গ্রাসে একাধিক রাস্তার সঙ্গে চলে গিয়েছিল চুংথাং-লাচেনের সংযোগ স্থাপনকারী রাস্তার বড় একটি অংশ। ওই ঘটনার পর থেকে কার্যত লাচেন বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল। যার জন্য গত ছয় মাসে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সিকিমের পর্যটন। লাচেনের রাস্তা খুলে দেওয়ার দাবি ওঠে পর্যটন মহল থেকে। বৃহস্পতিবার মংগনের জেলা শাসক হেমকুমার ছেত্রী এক নির্দেশিকা জারি করে এদিন থেকেই চুংথাং-লাচেন রাস্তাটি খুলে দেওয়ার কথা জানান। তবে রাস্তা খুললেও পর্যটকদের গাড়ি চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তবে দু'একদিনের মধ্যে পর্যটকদের জন্যও রাস্তাটি খুলে দেওয়া হবে বলে মনে করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

ফের সিএএ ও এনআরসি নিয়ে তোপ মমতার

কোচবিহার, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : সিএএ নিয়ে দিনহাটা থেকেও আবার কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিএএকে তিনি 'মাছের মাথা' বলে উল্লেখ করেন। এনআরসিকে বলেন 'মাছের লেজু'। ইউনিফর্ম সিভিল কোডকেও একই সুরে আক্রমণ করেছেন তিনি।

কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর ভাইরাল ফোনালাপে শোনা গিয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী বাংলায় ইডির বাজেয়াপ্ত করা তিন হাজার কোটি টাকা বিলিয়ে দেবেন বলছেন। তা নিয়ে কটাক্ষ করে মমতা এ দিন বলেন, "উনি তিন হাজার কোটি টাকা জনগণকে ফিরিয়ে দেব বলছেন। আপনারা ভাগে কত পাবেন? ২১ টাকা। এক কেজি পেঁয়াজও হয় না। সারা দেশে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে। কেন্দ্রের কোনও মাথা ব্যথা নেই।"

কেন্দ্রে জোট নিয়ে শুক্রবার মমতা বলেন, "কেন্দ্রে 'ইন্ডি' জোট হলেও বাংলায় সিপিএম, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই আমাদের।

বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিতে হলে বাংলায় তৃণমূলকে ভোট দিতে হবে। অন্য কাউকে নয়।"

১১ লক্ষ মানুষ 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে টাকা দেওয়ার কথা জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাজেটেই সেই ঘোষণা হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। মমতা বলেন, "আপনারা চিন্তা করবেন না। আপনারা এ বছরের মধ্যে বাড়ি তৈরির টাকার অর্ধেক কিস্তি পাবেন। পরের বছর বাকিটা।"

রেলমন্ত্রী থাকাকালীন উত্তরবঙ্গের জন্য কী কী করেছেন, মঞ্চে দাঁড়িয়ে তার তালিকা পড়ে শোনান মমতা। পর পর বেশ কিছু ট্রেন রুটের নাম পড়েন তিনি। বলেন, "কোচবিহার স্টেশন নতুন করে করেছি। বিমানবন্দর করেছি। পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজবংশী ভাষা অ্যাকাডেমি সব আমি করে দিয়েছি। আমরা করব সব, আর ভোট পাবে বিজেপি, তা কখনও হয়?"

রমেশ্বরম-কাণ্ডে ধৃতদের নিয়ে অধিকারী পরিবারকে তোপ কুণালের

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (হি.স.): বেঙ্গালুরুর রমেশ্বরমে ক্যাফে বিস্ফোরণের ঘটনায় যুক্ত থাকার সন্দেহে কাঁথি থেকে ২ জনকে পাকড়াও করেছে এনআইএ। সেই ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপি নেতা অমিত মালব্য এক পোস্টে রাজ্যকে নিশানা করায় পালটা নাম না করে অধিকারী পরিবারকে নিশানা করেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। কুণাল এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "এনআইএ-কেও মানতে হল রাজ্য পুলিশের সক্রিয় সহযোগিতার কথা। বেঙ্গালুরু বিস্ফোরণে জড়িত বলে যে গ্রেপ্তার তারা করেছে, তাতে তাদের প্রেস রিলিজেও রাজ্য পুলিশের সহযোগিতার উল্লেখ। আর কোথা থেকে ধরেছে? কাঁথি। সবাই জানে সেখানে কোনপরিবার দুষ্কৃতীদের আনে, আশ্রয় দেয়। এসবে তাদের ভূমিকার তদন্ত হোক। বাংলার পুলিশ দেশবিরোধী অশুভ শক্তিকে দমন করতে অবিচল এবং অন্য এজেন্সিকে সহযোগিতা করতেও প্রস্তুত, আবার প্রমাণিত। তাছাড়া মনে রাখুন, এই মামলায় একজন বিজেপি কর্মীও গ্রেফতার হয়েছিল।"

বেঙ্গালুরু বিস্ফোরণে ধৃত দুই অভিযুক্ত, পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাকড়াও করল এনআইএ

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (হি.স.): বেঙ্গালুরুর রামেশ্বরম ক্যাফেতে বিস্ফোরণকাণ্ডের দুই সন্দেহভাজনকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে গ্রেফতার করল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। বেশ কয়েকদিন ধরে তাঁরা এই রাজ্যে আত্মগোপন করে ছিল বলে এনআইএ সূে খবর। শুক্রবার এনআইএ জানিয়েছে, রামেশ্বরম ক্যাফে বিস্ফোরণ মামলার দুই পলাতক আবদুল মতিন তাহা এবং মুসাভির হুসেন শাজিবকে কলকাতার কাছে (পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি) তাদের আস্তানায় পাওয়া যায় এবং এনআইএ দল তাদের গ্রেফতার করেছে। এনআইএ জানিয়েছে, বেঙ্গালুরুর ক্যাফেতে আইইডি রেখেছিল মুসাভির হুসেন এবং আবদুল মতিন তাহা পরিকল্পনা, বিস্ফোরণ ঘটানো এবং পরবর্তীতে আইনের হাত থেকে পালিয়ে যাওয়ার মূল পরিকল্পনাকারী। এনআইএ আরও জানিয়েছে, ১২ এপ্রিল (শুক্রবার) ভোরে কলকাতার কাছে দুই পলাতক অভিযুক্তের খোঁজ এনআইএ, যেখানে তারা মিথ্যা পরিচয় দিয়ে লুকিয়ে ছিল। দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতারে এনআইএ-কে সাহায্য করেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক এবং কেরল পুলিশ।

উল্লেখ্য, গত ১ মার্চ বেঙ্গালুরুর ক্যাফেতে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল। তাতে ১০ জন আহত হয়েছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য আইইডি ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু সেই বিস্ফোরকের মাত্রা খুব বেশি না থাকায় অভিঘাত তেমন জোরালো হয়নি। ৩ মার্চ ঘটনার তদন্তভার হাতে নেয় এনআইএ। কেন্দ্রীয় সংস্থার দাবি, ওই ঘটনার অন্যতম মূল অভিযুক্ত মুজাম্মিল। ২৭ দিন পর মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাঁকে খুঁজতে কর্নাটকের ১২টি এলাকা, তামিলনাড়ুর পাঁচটি এলাকা এবং উত্তর প্রদেশের এক জায়গায় তল্লাশি চালান এনআইএর আধিকারিকেরা।

মুজাম্মিলকে গ্রেফতারের পর থেকেই অন্য দুই সন্দেহভাজনের খোঁজ শুরু করে এনআইএ। তাদের দাবি, মুজাম্মিলের সঙ্গে শাজিব এবং আবদুল এই ঘটনায় সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন। মুজাম্মিলকে বিস্ফোরক সরবরাহ করেছিল শাজিবই। আর পুরো বিস্ফোরণের ঘটনার ছক কষেছিল আবদুল। এনআইএ আবদুলকেই বিস্ফোরণকাণ্ডের মূলচক্রী বলে

বাজরা একটি সাধারণ শস্য নয়, এটি আসলে সুপার ফুড : প্রধানমন্ত্রী

বারমের, ১২ এপ্রিল (হি.স.): রাজস্থানে নির্বাচনী প্রচারে বাজরার প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, 'বাজরা একটি সাধারণ শস্য নয়, এটি একটি সুপার ফুড।' শুক্রবার রাজস্থানে বারমেরে একটি নির্বাচনী জনসভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই জনসভায় মোদী বলেছেন, 'আগে বাজরার কথা কেউ জিজ্ঞেস করত না অথবা জানত না, কিন্তু এখন আমেরিকার মতো দেশের প্রেসিডেন্টও বাজরার প্রচার করছেন।' প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, বাজরা একটি সাধারণ শস্য নয়, এটি একটি সুপার ফুড। এখন মুগের সমর্থন মূল্যও আগের চেয়ে বেশি।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বলেছেন, 'আদিবাসী সমাজের সম্মান ফিরিয়ে আনার জন্য বিজেপি দেশকে প্রথম মহিলা আদিবাসী রাষ্ট্রপতি দিয়েছে। গ্রাম ও ধানীর মহিলারা, মেঘওয়াল সম্প্রদায়, ল্যাঙ্গা সম্প্রদায়ের লোকজন প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে হস্তশিল্পের কাজ করে আসছে এবং বিজেপি সেই মানুষদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনা শুরু করেছে। এখানকার কৃষকদের কেউ কখনও প্রশংসা করেনি যারা কঠোর পরিশ্রম করে বালিতেও ফসল ফলায়, কিন্তু এখন বিজেপি সরাসরি কৃষকদের অ্যাকাউন্টে প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি পাঠাচ্ছে। কৃষকদের আয় বাড়ানোর জন্য, মোটা শস্য অর্থাৎ শ্রী অন্ন সারা বিশ্বে প্রচার করা হচ্ছে।'

নির্বাচন কমিশনার ঠিক করছেন প্রধানমন্ত্রী, নির্বাচনী জনসভায় মন্তব্য রাহুলের

তিরুনেলভেলি, ১২ এপ্রিল (হি.স.): চাঞ্চল্যকর অভিযোগ আনলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেছেন, 'এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট, সিবিআই, আয়কর দফতরকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনার ঠিক করছেন প্রধানমন্ত্রী।' শুক্রবার তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলিতে এক নির্বাচনী জনসভায় রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'নির্বাচনের দুই মাস আগে কংগ্রেসের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট জব্দ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। বিরোধী নেতাদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে।'

রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, 'আসলে ভারতের ৩-৪ জন ধনী ব্যক্তিকে উপকৃত করার প্রয়াস। তামিলনাড়ু বন্যা ত্রাণের জন্য অর্থ চাইলে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। তামিল মৎস্যজীবীরা সাহায্য চাইলে কেন্দ্র তাঁদের কিছুই দেয় না। তামিল কৃষকরা যন্তর মন্তরে যেতে বাধ্য হয়, কিন্তু তারা কিছুই পায় না। মিস্টার নরেন্দ্র মোদীর একমাত্র চিন্তা হচ্ছে, এই দেশের অর্থ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর একচেটিয়া অধিকার।'

সবকিছুতেই কালি ছেটায় বিরোধীরা, কটাক্ষ কঙ্গনার

মানালি, ১২ এপ্রিল (হি. স.) : হিমাচল প্রদেশের মানালি থেকে শুক্রবার ফের একবার বিরোধীদের কড়া আক্রমণ করলেন কঙ্গনা রানাওয়াত।

এদিন হিমাচল প্রদেশের মান্ডির বিজেপি প্রার্থী বলেন, বিরোধীরা বলে আমি নাকি গোমাংস খেয়েছি। আমি তাদের বলেছি, আপনারা এটা প্রমাণ করে দেখান। শুধু তাই নয়, ওঁরা আমার চরিত্র নিয়েও কাঁদা ছোঁড়াছুঁড়িতে ব্যস্ত। ওঁরা বলেন, আমি নাকি অপবিত্র এবং আমার নাকি চরিত্রের ঠিক নেই। এক্ষেত্রেও যেই আমি প্রমাণ দেওয়ার কথা বলি, ওঁরা তখনই প্রসঙ্গে পালটে ফেলেন। তখন তাঁরা বলেন, এসব ছেড়ে স্থানীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা হোক। শুক্রবার এভাবেই আবারও বিরোধীদের একহাত নিলেন বিজেপির প্রার্থী তথা অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত।

তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ না নেওয়ায় ওসিকে শো-কজ হাই কোর্টের

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : মথুরাপুরের তৃণমূল প্রার্থী বাপি হালদার এবং তাঁর স্ত্রী তথা তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান শিলি হালদারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পেয়েও এফআইআর দায়ের না করায় মথুরাপুর থানার ওসিকে শো-কজ করল কলকাতা হাই কোর্ট।

হালদার দম্পতির বিরুদ্ধে পঞ্চায়েতের উন্নয়নের টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ এনে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার কৃষ্ণচন্দ্রপুর পঞ্চায়েতের বর্তমান বিজেপি প্রধান অনুপকুমার মিস্ত্রি। তারই ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ।

শুক্রবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের পর্যবেক্ষণ, "অন্য বিষয়ে অনুসন্ধান না করেই এফআইআর দায়ের করে পুলিশ। আর এখানে পুলিশ অনুসন্ধান করার যুক্তি দেখিয়ে অপরাধমূলক অভিযোগ ঝুলিয়ে রেখেছে।"

হাই কোর্টের প্রশ্ন, এক মাসের বেশি সময় ধরে অভিযোগ পড়ে রয়েছে। এত দিনেও ওসি কেন এফআইআর করেননি, ১৫ দিনের মধ্যে আদালতকে তা জানাতে হবে। আগামী ৬ মে এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

হাই কোর্টে অনুপবাবুর আর্জি ছিল, মামলার তদন্তভার সিবিআই এবং ইডিকে দেওয়া হোক। তাঁর অভিযোগ, পঞ্চায়েত প্রধান থাকাকালীন শিলি একই জায়গায় বার বার কাজের বরাত দেখিয়ে টাকা আত্মসাৎ করেছেন। এ ব্যাপারে জেলাশাসক, এসডিও, বিডিও-কে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। বিষয়টি কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকেও জানিয়েছিলেন তিনি। অভিযোগ, তার পর থেকেই হুমকি আসছে।

দেশের স্বার্থে এমন প্রতিটি কাজেরই বিরোধিতা করে কংগ্রেস : প্রধানমন্ত্রী

বারমের, ১২ এপ্রিল (হি.স.): প্রথম দফার লোকসভা নির্বাচনের আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। রাজস্থানে ভোটারদের মন জয় করতে পূর্ণ শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়েছে বিজেপি। প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার রাজস্থানের বারমেরে জনসভা করেছেন। এই নির্বাচনী জনসভা থেকে কংগ্রেসকে একহাত নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, 'দেশের স্বার্থে এমন প্রতিটি কাজেরই বিরোধিতা করে কংগ্রেস। কংগ্রেস সেই সব শক্তির পাশে দাঁড়িয়েছে যা দেশবিরোধী।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'কংগ্রেসের চিন্তাধারাই উন্নয়নবিরোধী। কংগ্রেস দেশের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিকে দেশের শেষ গ্রাম বলে। এসব মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে সীমান্তবর্তী জেলা ও গ্রামগুলিকে উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত করেছে।' মোদী বলেছেন, 'সীমান্তবর্তী এলাকা ও সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিকে আমরা শেষ গ্রাম নয়, দেশের প্রথম গ্রাম হিসেবে বিবেচনা করি।'প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন আরও বলেছেন, 'দেশের শেষ সীমান্ত পর্যন্ত সড়ক-মহাসড়ক তৈরি করছে বিজেপি সরকার। আমরা বারমেরে একটি মেডিকেল কলেজও খুলেছি। এখন বারমেরে ৭২ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে একটি শোধনাগার শুরু হতে চলেছে। আগামী সময়ে এই এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং তরুণদের জন্য নতুন পথ তৈরি হবে।' প্রধানমন্ত্রী মোদীর কথায়, 'কংগ্রেসের ইস্তেহারে মুসলিম লীগের ছাপ রয়েছে, যা দেশভাগের জন্য দায়ী। এখন আইএনডিআই জোটের অন্তর্ভুক্ত আরেকটি দল দেশের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বিপজ্জনক ঘোষণা করেছে। যে পোখরানের ভূমি ভারতকে পারমাণবিক শক্তি দিয়েছিল, এখন আইএনডিআই জোট বলছে আমরা ভারতের পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংস করব।আইএনডিআই জোট ভারতের মতো একটি দেশের পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংস করতে চায়, যার দু''টি প্রতিবেশীর কাছে পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে। এটা কী ধরনের জোট, যা ভারতকে শক্তিহীন করতে চায়?'

দুঘন্টার মধ্যে ধরে দিয়েছি', বেঙ্গালুরুকাণ্ডে ধৃতদের ধরার কৃতিত্ব দাবি মমতার

কোচবিহার, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : "বাংলায় লুকিয়ে ছিল, দু'ঘণ্টার মধ্যে ধরে দিয়েছি"। বেঙ্গালুরু বিস্ফোরণে দুই অভিযুক্তকে কাঁথিতে গ্রেফতার নিয়ে শুক্রবার এই মন্তব্য করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধৃত দুই সন্দেহভাজন জঙ্গিকে এনআইএ ধরেছে বলে দাবি করে শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের সমালোচনা করেছেন বিজেপি নেতা অমিত মালব্য। এ নিয়ে পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন কুণাল ঘোষ ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। এবার কোচবিহারের দিনহাটার জনসভায় ওই গ্রেফতারের কৃতিত্ব দাবি করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেন্দ্রীয় সংস্থার তৎপরতা এবং গ্রেফতারি নিয়ে মমতা বলেন, "একমাত্র আদিবাসী মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন হেমন্ত সোরেন। তাঁকেও গ্রেফতার করে রেখে দিয়েছে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকেও গ্রেফতার করে রেখেছে।

আমাদের ছেলেমেয়েদের গ্রেফতার করছে। আমি বলছি, কোনও ব্লকে এক জনকে গ্রেফতার করলে তাঁর স্ত্রী বা পরিবারের সদস্যেরা সেখানে এজেন্ট হবেন। কেউ ছাপ্পা ভোট দিতে এলেই তাঁরা ধরবেন।"

প্রথম দফার তিন কেন্দ্রের ভোটের প্রচার করতে আবার উত্তরবঙ্গে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার কোচবিহারে তাঁর সভা করেন। তার পর আলিপুরদুয়ার থেকেও রয়েছে প্রচার কর্মসূচি। কোচবিহারের প্রার্থী জগদীশচন্দ্র বসুনিয়া এবং আলিপুরদুয়ারের প্রার্থী প্রকাশ চিক বরাইয়ের সমর্থনে শুক্রবার প্রচার করছেন মমতা। কিছু দিন আগে জলপাইগুড়িতে ঘূর্ণিঝড়ে বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। সে সময়েই উত্তরবঙ্গে চলে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে দু'দিন থেকে নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী জলপাইগুড়ি-সহ একাধিক জেলায় জনসভা করেন। ইদ উপলক্ষে আবার কলকাতায় ফিরেছিলেন মমতা। বৃহস্পতিবার রেড রোডে ইদের অনুষ্ঠানেও যোগ দেন। তার পর এক সপ্তাহের মধ্যে আবার উত্তরবঙ্গে গেলেন তিনি।

ইমেল আইডি ঘোষণা করে সন্দেশখালির তদন্ত শুরু করল সিবিআই

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : আদালতের নির্দেশ মেনে সঙ্গে সঙ্গে ই-মেল তৈরি করে তদন্ত শুরু করল সিবিআই । উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর অত্যাচার, জোর করে জমি দখল সংক্রান্ত যাবতীয় অভিযোগ জানাতে হবে বিশেষ ই-মেল আইডিতে ।একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই কথা জানিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। পাশাপাশি সিবিআই তাদের এক্স হ্যান্ডেলেও পোস্ট করেছে ।

বিবৃতিতে সিবিআই জানিয়েছে, 'সন্দেশখালিতে জমি দখল, মহিলাদের উপর নির্যাতনের মতো অপরাধের তদন্তে কলকাতা হাইকোর্টে যে নির্দেশ দিয়েছিল, তা মেনে সিবিআই পদক্ষেপ করেছে। ১০ এপ্রিল আদালতের ডিভিশন বেঞ্চের দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী সিবিআই একটি ই-মেল ''স্পথুদ্রত্মত্রস্ডঞ্জত্তলুগত্বত্থ.ত্রত্তদ্র'' তৈরি করেছে । এটি সম্পূর্ণরূপে সন্দেশখালির জন্য । এখানে সন্দেশখালিতে নারীদের উপর অত্যাচার, জবরদস্তি জমি দখল সংক্রান্ত সব অভিযোগ পাঠানো যাবে।' এর সঙ্গে উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসককেও সংবাদপত্রে এই বিষয়টি প্রকাশ করার কথা জানিয়েছে সিবিআই।

গত ১, এপ্রিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের নেতৃত্বে ডিভিশন বেঞ্চ সন্দেশখালিকাণ্ডে সিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি একগুচ্ছ নির্দেশ দেয় আদালত। তার মধ্যে শুধুমাত্র সন্দেশখালির জন্য সিবিআইকে পোর্টাল এবং ইমেল আইডি তৈরির নির্দেশও দেন প্রধান বিচারপতি। এর পরই ই-মেল আইডি তৈরি করল সিবিআই।

বাইকের আওয়াজ নিয়ে অশান্তির জেরে যুবক খুন

হাওড়া, ১২ এপ্রিল (হি.স.): উলুবেড়িয়া থানার চেঙ্গাইল এলাকায় বৃহস্পতিবার রাতে বাইকের আওয়াজ নিয়ে অশান্তির জেরে এক যুবক খুন হয়েছে। যদিও খুনের সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই বলেই দাবি স্থানীয়দের। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, বাইকের আওয়াজ নিয়ে অশান্তির সূত্রপাত। রাতে চেঙ্গাইল এলাকায় কলতলায় বসে আড্ডা মারছিলেন কয়েকজন যুবক। সেখান থেকে আরে একটি দল বাইকে করে যাওয়ার সময় কর্কশ শব্দে বাইকের হর্ন দেন। তারই প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন সেখানে আড্ডারত স্থানীয়রা।এনিয়ে দুপক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি থেকে রীতিমতো হাতাহাতি বেঁধে যায়। এর পর স্থানীয়রা দুপক্ষকেই নিরস্ত্র করে। তখনের মতো অশান্তি মিটে যায়। কিন্তু রাত বারতেই ফের বাইক আরোহীদের খোঁজে বের হয় তাঁরা।বাইক আরোহীকে না পেয়ে তাঁর ভাই বাপন মান্নার খোঁজ পায়। অভিযোগ, ছুরি দিয়ে কুপিয়ে তাঁকে খুন করা হয়। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরিবার অভিযোগ দায়ের করছে উলুবেড়িয়া থানায়।এদিকে পলাতকদের খোঁজে তল্লাশি করেছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, এর আগে খড়গপুরে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছিল। যদিও সেই কাণ্ডের সঙ্গে রাজনীতির যোগ ছিল বলেই দাবি করেছিল পরিবার।

রাজ্যে ধৃত ২, অমিত মালব্যর সমালোচনার জবাব পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : রামেশ্বরম-কান্ডে পশ্চিমবঙ্গে ধৃত দু'জনের ব্যাপারে সামাজিক মাধ্যমে বিজেপি নেতা অমিত মালব্যর সমালোচনার জবাব দিল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ।

শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এক্স হ্যান্ডলে লেখা হয়েছে, "জঘন্যতম মিথ্যা! অমিত মালব্যর দাবি অসত্য। সত্য হল যে, রামেশ্বরম ক্যাফে বিস্ফোরণ মামলায় দুই সন্দেহভাজনকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির যৌথ অভিযানে পূর্ব মেদিনীপুর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বাইক ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু বাইক আরোহীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১২ এপ্রিল।। ম্যাক্সগাড়ীর সাথে মোটর বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু এক বাইক আরোহীর। ঘটনায় ম্যাক্স চালক সহ তিন যাত্রী আহত হয়েছেন। দুজনকে আগরতলায় জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে খোয়াই মোহনপুর-আগরতলা সড়কের বাইজালবাড়িতে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, আগরতলা থেকে খোয়াইয়ে আসছিল যাত্রীবাহী একটি ম্যাক্সগাড়ি ।সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ বাইজালবাড়ির কক ইংরেজী মাধ্যম স্কুলের সামনে একটি মোটর বাইকের সাথে ম্যাক্সগাড়ীটির মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে ।মোটর বাইকটি খোয়াই থেকে ছনখলার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। ম্যাক্সগাড়ির সাথে সজোরে মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে সম্পূর্ণ উল্টে যায় মোটর বাইক ।চালক সহ দুই বাইক আরোহী ছিটকে পড়ে। পবিত্র দেববর্মা নামে জনৈক বাইক আরোহীর মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলেই। অপরদিকে ম্যাক্সগাড়ির চালক সুবল সরকার, গাড়ির যাত্রী প্রীতি পাল দাস(৩৩)বিশ্বজিত দেববর্মা(২৮)ও অনিল দেববর্মা(২৯) আহত হয় ।প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় মানুষজনের কাছ থেকে খবর পেয়ে খোয়াই থেকে পুলিশ ও দমকল বাহিনীর গাড়ি ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহত বাইক আরোহীর মরদেহ ও আহতদের জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। আহতদের মধ্যে দুজনকে আগরতলায় জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। মৃত বাইক আরোহীর মরদেহ জেলা হাসপাতালের মর্গে এনে রাখা হয়েছে। তার বাড়ি ডঙ্গরবাড়ীর লঙ্কাপুড়া গ্রামে।

৬২ কেজি গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। আসাম রাইফেলস এবং ডিআরআই যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে মোট ৬২ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ২৭.৯ লক্ষাধিক টাকা হবে। আসাম রাইফেলস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রাতে খবর আসে সিপাহীজলা জেলার কৃষ্ণতুলা এলাকায় বিপুল পরিমাণের গাঁজা মজুত রয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে আসাম রাইফেলস এবং ডিআরআই যৌথভাবে অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে ৬২ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ২৭.৯ লক্ষাধিক টাকা হবে।

সাড়ম্বরে পালিত বিজু উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ১২ এপ্রিল।। বিজু চাকমা সম্প্রদায়ের একটি ঐতিহ্যবাহী উৎসব। এই বিজু উৎসবের আজকে ছিল প্রথম দিন অর্থাৎ ফুল বিজু। এই ফুল বিজু দিনে আজ গণ্ডাছড়া মহকুমার অন্তর্গত ধলাঝাড়ী শিব চরণ যুব ক্লাবের উদ্যোগে ধলাঝাড়ি বৌদ্ধ মন্দির প্রাঙ্গনে সকাল সাতটায় ছোট, বড়, বয়স্ক সবাই একত্রিত হয়ে এক রেলির মাধ্যমে সরমা নদীতে ফুল ভাষানোর আয়োজন করা হয় ।আদি কাল থেকে চাকমা সম্প্রদায়ের এই উৎসবকে সার্বিক সফলভাবে নতুন বছরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং সকলের মঙ্গল কামনা করে এই ফুল বিজু দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রত্যেক বছর উদযাপন করা হয়ে থাকে ।বিজু মূলত তিন দিন ফুল বিজু,মূল বিজু, এবং গচ্ছেপোচ্ছে বিজু। আগামীকাল মূল বিজু আগামীকালকেও বয়োজ্যেষ্ঠ যারা বৃদ্ধ লোক রয়েছে তাদেরকে প্রত্যেক ঘরে ঘরে গিয়ে স্নান করানো হবে বলেও জানানো হয়। আজকে এই ফুল বিজুর প্রথম দিনের ফুল ভাসানোকে কেন্দ্র করে সকলের মনে সোভ্রাতৃত্ববোধ এবং প্রত্যেকের মনে খুশির বাতাবরণ লক্ষ্য করা যায়।

বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর

তাঁর কটাক্ষ, জিতেন্দ্র চৌধুরীর ক্ষমতা হয়নি বিধানসভা নির্বাচনে এসটি আসনে প্রার্থী হওয়ার। কারণ, তিনি জনজাতিদের জন্য ২৫ বছরে কিছুই করেনি ।তিনি আদা কেলেঙ্কারির নায়ক। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দিবাস্বপ্নে বিভোর জিতেন্দ্র চৌধুরী। কিন্তু তাঁর মধ্যে সেই যোগ্যতা নেই।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নেশা সহ আটক ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১২ এপ্রিল।। বর্তমানে খোয়াই মহকুমা নেশার স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। মহকুমার চারদিকে নেশার রমরমা বাণিজ্য অব্যাহত। নেশা কারবারীরা খোয়াইকে ঘিরে রেখেছে চারদিক দিয়ে ।বৃহস্পতিবার আবার পুলিশের অভিযানে ধরা পড়লো প্রচুর ব্রাউন সুগার। উদ্ধারকৃত ব্রাউন সুগারের মূল্য আনুমানিক পাঁচ লক্ষ টাকার মতো হবে বলে ধারণা।

একইসাথে ১২০০ খালি কৌটোও উদ্ধার করা গেছে। পুলিশের অভিযানে এদিন চার নেশা কারবারীও ধরা পড়েছে। এদের নামে এনডিপিএস আইনের ধারায় মামলা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। শুক্রবার এদেরকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে ।ধৃতরা হলো লালছড়ার অভিজিত গোপ(৩৩)জয়ন্ত ভৌমিক(৪২)অফিসটিলার ঝুটন শুক্লদাস(২১) ও লাঠাবাড়ীর জন দেববর্মা(২৩)।

আইসক্রিম বিক্রির নাম করে বিভিন্ন জিনিস নিয়ে পলাতক নেশাআসক্ত যুবককে আটক করল এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১২ এপ্রিল।। আইসক্রিম বিক্রির নাম করে মালিকের কাছ থেকে সাইকেল সহ জিনিসপত্র চুরি করে পালিয়ে যাওয়া এক নেশায় আসক্ত যুবককে আটক করল জনগণ। ঘটনা শুক্রবার দুপুরে বিশালগড় ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়। পরে বিশালগড় থানার পুলিশ ছুটে এসে ওই যুবক বীরেন্দ্র দেববর্মাকে থানায় নিয়ে আসে।

এ বিষয়ে দোকানের মালিক জানান, দীর্ঘ বেশ কয়েকদিন আগে ওই দোকান থেকে আইসক্রিম বিক্রি করার জন্য মালিকের সাইকেল এবং আইসক্রিম বিক্রির বিভিন্ন সামগ্রী ও নগদ ৫০০ টাকা নিয়ে বেরিয়েছিল বীরেন্দ্র দেববর্মা। কিন্তু সারাদিন ঘুরে এদিন আর সে দোকানে ফিরে আসেনি। বহুদিন ধরে তিনি তাকে খুঁজছিলেন। অবশেষে আজ তাকে নাগালে পেয়েছেন তিনি। তার কাছ থেকে নেশা সেবনের বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে।

রাজেন্দ্র রিয়াং এর সমর্থনে সভা কমলপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১২ এপ্রিল।। ইন্ডিয়া মঞ্চের বামফ্রন্ট সমর্থিত সিপিআই(এম) প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং এর সমর্থনে নির্বাচন কমিশনের অনুমতি সাপেক্ষে মানিকভান্ডার বাজারে ইন্ডিয়া মঞ্চের উদ্যোগে মিছিল ও সভার জন্য মাইক বাজাতে,চেয়ার-টেবিল বসাতে দেয়নি শাসক দল। এমনই অভিযোগ বিরোধীদের। এদিকে সভার জন্য ভাড়া করে আনা জিনিসপত্রও ভয়ে দোকান মালিক নিয়ে গেছে বলে দাবি বিরোধীদের। যদিও পরে কমলপুর মহকুমার আমবাসা বিধানসভা এলাকা থেকে মাইক এনে মানিকভান্ডার বাজারের উত্তর থেকে দক্ষিণ বাজার পর্যন্ত মিছিল পরিক্রমা করে কংগ্রেস নেতা হাসান চৌধুরী ও জগদীশ দেববর্মার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন রাজ্যের বামফ্রন্টের আহ্বায়ক ও প্রাক্তন সাংসদ নারায়ণ কর,সি পি (আই) কমলপুর মহকুমা কমিটির সম্পাদক অঞ্জন দাস, সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য রনবিজয় দত্ত ও সি পি আই নেতা রাসবিহারী ঘোষ।

বক্তারা বলেন দেশের স্বাধীনতার পর এই প্রথম গত দশ বছরে মোদি সরকার মিথ্যা ভাষণের নতুন নজীর সৃষ্টি করেছে। দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা,কর্মসংসান,শ্রমিক উন্নয়ন ,নারী কল্যান,কৃষি,অর্থ ব্যবসা,সর্বক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতার দায় ঝেড়ে ফেলতে মিথ্যার পর মিথ্যা কথা বলে মিথ্যার ইমারত গড়ে তুলেছে মোদি সরকার ।দেশের গণতন্ত্র বিপদের মুখে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করা হচ্ছে। দেশের গর্ব ও গুরুত্বপূর্ণ সংবিধানকে বদলে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে অর্থাৎ দেশে স্বৈরাচার চলছে। গোটা দেশে ভয়ের রাজত্ব কায়েম করেছে মোদি সরকার। এই দেশ সবার। দেশটা কয়েকজনের সম্পত্তি নয়।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

হবে। একইভাবে পূর্ব ত্রিপুরা আসনে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মাও বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হবেন। উন্নয়নমূলক কাজের নিরিখে মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির পাশে রয়েছে এবং আগামীতেও থাকবে।

এই নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব সহ দলের অনান্য নেতৃত্বে।

মানিক

● প্রথম পাতার পর

সরকার রাষ্ট্রের কথা বলে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে রাষ্ট্রটাকেই ধ্বংস করে দিয়েছে বিজেপি। তাই আগামী লোকসভা নির্বাচনে রাষ্ট্রসহ দেশ তথা রাজ্যকে বাঁচাতে ইন্ডিয়া জোটের পক্ষে ভোট দান করার আহ্বান করেন মানিক সরকার। পাশাপাশি ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা প্রাপ্ত হলে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবারও আহবান করেন তিনি ।এদিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বলেন, গোটা রাজ্যজুড়ে তথা দেশে এক নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেছে। কথা বলার অধিকার নেই। মানুষের মত প্রকাশ করার অধিকার নেই। ঠিক ভুল বিবেচনা করেও মানুষ নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারছেন না। এমন অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নিজেদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। গণতন্ত্র রক্ষার জন্য ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীকে জয়ী করার আহ্বান করেন তিনি ।রাজধানীর কল্যাণী এলাকায় অনুষ্ঠিত এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার ও বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় সহ অন্যান্যরা।

সমীর বর্মন

● প্রথম পাতার পর

আসনের কংগ্রেসের মনোনীত আশিস কুমার সাহা বলেন, বিজেপি সরকার ৬ বছরে একটিও প্রতিশ্রুতি পালন করে নি। দেশকে একনায়কতন্ত্রের পথে পরিচালনা করার ষড়যন্ত্র করছে তারা। এর বিরুদ্ধে জনগণকে লড়াই করতে হবে। তাই লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডি জোটের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়লাভ করার জন্য জনগণের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

কোন পরিবারে অভিযুক্তরা আশ্রয়ে ছিল, প্রশ্ন তুলে তদন্তের দাবি শশীর

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (হি.স.): কাঁথির কোন রাজনৈতিক পরিবার বেঙ্গালুরু বিস্ফোরণের অভিযুক্তদের আশ্রয় দিয়েছিল, সেই প্রশ্ন তুলে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন শশী পাঁজা। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, অধিকারী পরিবারের দিকেই আঙুল তুলেছেন রাজ্যের মন্ত্রী।

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তথা গোটা অধিকারী পরিবারেরই 'গড়' বলে পরিচিত কাঁথি। সেই প্রেক্ষিতে শুক্রবার বেঙ্গালুরু বিস্ফোরণে অভিযুক্তরা গ্রেফতার হওয়ার পর রাজ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে কাঁথি-রাজনীতি। পরোক্ষভাবে অধিকারী পরিবারকে নিশানা করেছেন শশী পাঁজা ।প্রসঙ্গত, গত ১ মার্চ বেঙ্গালুরুর রামেশ্বরম ক্যাফেতে আইইডি বিস্ফোরণ এর ঘটনা ঘটে। ঘটনায় আহত হন প্রায় ১০ জন। গত ৩ মার্চ এই ঘটনার তদন্তভার নেয় এনআইএ। তদন্তে জানা যায়, দুই যুবক ক্যাফেতে খাওয়ার খেয়ে যাওয়ার সময় টেবিলের নীচে রেখে যায় একটি ব্যাগ। তাঁরা বেরিয়ে যাওয়ার মিনিট দশ পরই ক্যাফেতে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। মূল অভিযুক্ত ছিল আব্দুল মাথিন ত্বহা ও মুসাভির হুসেন সাজিব। বিস্ফোরণের পরেই গা ঢাকা দেয় দুজনেই। অবশেষে এনআইএ এবং পূর্ব মেদিনীপুর পুলিশের যৌথ অভিযানে ওই দু'জন শুক্রবার গ্রেফতার হয়েছেন।

বিজেপিকে ভোট দেওয়ার মাশুল আউশগ্রামে সারাই হয়নি নলকূপ

দুর্গাপুর, ১২ এপ্রিল (হি. স.) : বিজেপিকে ভোট দেওয়ার মাশুল। ২০২১ বিধানসভা ভোট পরবর্তী হিংসার দগদগে ঘা এখনও শুকোয়নি। তারসঙ্গে গোঁদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে অমানবিক বঞ্চনা ।এমনই শাসক রোষের শিকার আউশগ্রাম -২ নং ব্লকের দেবশালার কাঁকোড়া, লবনধারা আদিবাসী গ্রাম। ফান্ড অমিলের সাফাই স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের।

নামেই আলপনা গ্রাম। গ্রামজুড়ে দেওয়ালে নানান ছবি আঁকা। আর ওই আলপনা বেমানান হয়ে উঠেছে গ্রামের অনুন্নয়নে। এমনই নজিরবীহিন চিত্র আউশগ্রাম ব্লকের দেবশালা পঞ্চায়েতের আলপনাগ্রাম লবনধারা আদিবাসী গ্রামে। চরম বঞ্চনায় ক্ষোভে ফুঁসছে গোটা গ্রাম। গ্রামে ৭০ টির মত আদিবাসী পরিবার। সবই দিনমজুর। গ্রামের শিশুআলয় অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টারে পানীয় জল সঙ্কট মেটাতে সাবমার্শিবাল বসানো হয়েছিল। অভিযোগ, গত ২০২১ সালে মে মাসের পর সাবমার্শিবালটি খারাপ হয়ে যাওয়ায়, আর মেরামত করা হয়নি। এমনকি বিকল্প পানীয় জলেরও ব্যাবস্থা করা হয়নি। তাতেই পানীয় জলের হাহাকার দেখা দেয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজ আশপাশের পুকুরের জল ব্যাবহার করলেও, গরমের শুরুতে সেসব শুকিয়ে পড়েছে। ফলে চরম জলসঙ্কট নেমে আসে। প্রায় এক কিলোমিটার দুরে কৃষিজমির সাবমার্শিবাল থেকে পানীয়জল আনতে হয় ।জল কষ্টে নাকাল গ্রামবাসীরা।

গ্রামের মহিলারা জানান,' ভোটের সময় নেতারা আসে। ভোট মিটলেই আর দেখে না। আমাদের সমস্যা কেউ শোনে না। বহুবার পঞ্চায়েতে দরখাস্ত দেওয়া হয়েছে। পানীয় জলের নতুন করে কোন ব্যাবস্থা হয়নি। রোদে গরমে দুর থেকে জল আনতে হয়।' এত গেল জলকষ্ট। গ্রামের রাস্তা আছে ।এনআরইজিএস প্রকল্পে কংক্রিট রাস্তা তৈরী ফলকও বসেছে। অথচ কংক্রিট দুরস্থ, গত ১২ বছরে মোরামের দানাটুকুও পড়েনি। বেহাল দশা গ্রামের রাস্তা। রানি বাস্কি নামে এক মহিলা জানান,' তিন বছর আগে রাস্তা তৈরীর বোর্ড বসেছে। অথচ রাস্তা তৈরী হয়নি।' বছর তিনেক আগে গ্রামে বাড়ি বাড়ি স্বচ্ছভারত মিশনের শৌচাগার নির্মান হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, বেশকিছু শৌচাগার ঘর তৈরী হলেও, তার চেম্বারই করা হয়নি। ফলে সেসব ব্যাবহার করতে পারছে না বাসিন্দারা। অভিযোগ, সম্পূর্ন কাজ না হলেও, ওই প্রকল্পের বিল পেমেন্ট হয়ে গেছে। আর প্রশ্ন এখানেই বিল পেমেন্ট হলেও, কেন কাজ হয়নি? তাহলে কি বড়সড় দুর্নীতি হয়েছে? যদিও সেসব তদন্ত সাপেক দেবশালা পঞ্চায়েতের আর একটি গ্রাম কাঁকোড়া আদিবাসী পাড়া।

ফলাফল ঘোষনা হতেই অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল আউশগ্রামের দেবশালার কাঁকোড়া। দুটি পাড়া মিলিয়ে শ''খানেক পরিবারের বসবাস। গত ২০২১ সালে ভোট পরবর্তী হিংসার আগুনে দগ্ধ হয় গোটা গ্রাম। ভাঙচুর, তছনছ করা হয় বাড়ীর জিনিসপত্র। উদ্ধার হয় তাজা বোমা। আতঙ্কে প্রান বাঁচাতে আস্তানাহীন জঙ্গলে পালিয়েছিল গ্রামের শিশু থেকে মহিলারা। অভিযোগের আঙ্গুল উঠেছিল তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের দিকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামে র‍্যাফ, কমব্যাট ফোর্স। তিনবছর পরও সেদিনের ঘটনার আতঙ্কে সিটিয়ে গোটা গ্রাম। স্মৃতির স্মরণে আজও থমথমে আউশগ্রামের দেবশালার কাঁকোড়া আদিবাসী পাড়া। সেদিনের ওই দুস্কৃতী তান্ডব ও নৃশংসতা তিন বছর পরও গ্রামবাসীদের কুরে কুরে খায়। তিনবছর আগে রাজ্যে তৃণমূল সরকার গঠন করে। কিন্তু বদলে যায়নি কাঁকোড়া গ্রামের জীবনজিবিকা। এখনও ভীত সন্ত্রস্ত, আতঙ্কে সিটিয়ে গোটা গ্রাম। আজও থমথমে গোটা গ্রাম। যদিও ঘটনায় দুপক্ষই মামলা দায়ের করে। গ্রামে পরিদর্শনে আসে কেন্দ্রীয় এসটি কমিশনের প্রতিনিধি দল। পোড়া বাড়ি সারাই হয়েছে। নিজেদের কাজে যোগ দিয়েছে বাসিন্দারা। তবে বদলাইনি গ্রামের রাস্তাঘাট।

বিজেপিকে ভোট দেওয়ার মাশুল। কংক্রিট হয়নি গ্রামের রাস্তা। এমনকি মোরামও পড়েনি রাস্তায়। পানীয় জলের অবস্থা তথৈবচে। সজলধারা প্রকল্পের জলের পাইপ গ্রামের কাছাকাছি এসেই থমকে পড়েছে। গ্রামে পৌঁছায়নি নলবাহিত পানীয় জল। আবার খারাপ হওয়া নলকুপের মেশিন উধাও। তার বদলে মুখে বাঁধা হয়েছে তৃণমূলের পতাকা। গ্রামে এনআরইজিএস প্রকল্পে কংক্রিট রাস্তার ফলক বসে গেছে। তাতে ২০২০-২১ সালে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যায়ে নিকাশি সহ রাস্তা করা হয়েছে। অথচ বাস্তবের মাটিতে পাকা নিকাশি করা হলেও, কংক্রিট হয়নি রাস্তা। অভিযোগ, এনআরইজিএস প্রকল্পে রাস্তা নির্মানে পুকুরচুরি ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় বিজেপি কর্মী সুনিল বাস্কি বলেন,' বিজেপি করার অপরাধে ২০২১ সালে ৩ মে ফল ঘোষনার পরদিন গোটা তৃণমূল জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তারপর থেকে গ্রামে কোন সরকারি উন্নয়নের কাজ করেনি। নলকুপ সারাই করেনি। রাস্তা ঢালাই করেনি। আবাস যোজনার বাড়িও দেয়নি।' গ্রামের লক্ষী হাঁসদা, লক্ষী বাস্কি প্রমুখ মহিলারা বলেন,' সেদিনের ঘটনা মনে পড়লে আজও ভয় হয়। গোটা গ্রাম জ্বলছিল। রান্না করার খাবার নষ্ট হয়ে গেছিল। খাবার জোটেনি। অভুক্ত ছিলাম। আরও একটা নির্বাচন। তাই প্রশাসনের কাছে করজোড়ে অনুরোধ, ওই হিংসার ঘটনা পুনরাবৃত্তি যেন না হয়।'

স্বপন বাউরি নামে আর এক বিজেপি কর্মী বলেন,' প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার তালিকায় নাম এসেছিল। সার্ভে হয়। দু''শ টাকাও নেয়। তারপর তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়ে দিয়েছে।' আবার নূর হোসেন মোল্লা নামে এক বাসিন্দা একরাশ ক্ষোভ উগরে জানান,' পাঁচ বছর আগে রাস্তা তৈরীর কালভার্ট করেছে পঞ্চায়েত। অথচ রাস্তা তৈরী হয়নি। যাতায়াতের সমস্যা হচ্ছিল। তাই বাধ্য হয়ে পাড়ার সকলে নিজেদের টাকায় রাস্তা তৈরী করেছি।' লবনধারা গ্রামের বিজেপির বুথ সভাপতি শ্যামল বাক্ষ অভিযোগে বলেন,' গ্রামের রাস্তা, পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে বহুবার পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন দিয়েছি। কোন সুরাহা হয়নি। অপরাধ এসব গ্রামে বিজেপিকে ভোট দিয়েছে।

স্থানীয় তৃণমূলের নেতারা ফোনে তৃণমূলে যোগ দিতে বলছে। তাতে রাজি না হওয়ায়, এধরনের বৈমাতৃ সুলভ আচরন। আমরা বলেছি, ভোট আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। তার সঙ্গে সরকারি পরিষেবা না দেওয়ার প্রশ্ন আসছে কেন? এটা অগনতান্ত্রিক আচরন। স্বৈরাচারী, অমানবিক আচরনের করা হচ্ছে। তৃণমূলের এই আচরনে প্রতিবাদ জানাই।' প্রশ্ন, জল সঙ্কট মেটাতে রাজ্য সরকার জলস্বপ্ন ও কেন্দ্র জলজীবন প্রকল্পের ওপর জোর দিয়েছে। তারপরও গ্রামে পানীয় জলের ব্যাবস্থা হল না কেন? প্রশ্ন উঠেছে রাজনৈতিক মহলে।

অন্যদিক স্থানীয় বোলপুর লোকসভার বিজেপির পর্যবেক্ষক সন্দীপ নন্দী বলেন,' তৃণমূল সরকার আদিবাসীদের সঙ্গে প্রতারনা করছে। রাজ্যের তৃণমূল সরকারের কঙ্কালসার চেহারাটা বেরিয়ে এসেছে। লোকসভা নির্বাচনে মানুষ তার জবাব দেবে।' তৃণমূল কংগ্রেসের দেবশালা অঞ্চল সভাপতি আজম মোল্লা অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন,'ওই এলাকায় পিএইচই থেকে নলবাহিত পানীয় জল পরিষেবা প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। তাছাড়া, এনআরজিএস ফান্ড অমিল, তাই রাস্তার কাজ করা যায়নি। খুব শীঘ্রই পানীয় জলের সমস্যা সমাধান করা হবে।'

রেশন দুর্নীতির ৩৫০ কোটি টাকা হাওয়ালার মাধ্যমে দুবাইয়ে, চার্জশিটে দাবি ইডির

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ দাস এবং তাঁর বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সংস্থার বিরুদ্ধে তৃতীয় অতিরিক্ত চার্জশিট জমা দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সেখানে ইডি দাবি করেছে, ২০১৪-১৫ সালে রেশন দুর্নীতির ৩৫০ কোটি টাকা দুবাইয়ে পাঠানো হয়েছে।

বাংলাদেশ হয়ে হাওয়ালার মাধ্যমে টাকা পাচারের অভিযোগও করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাদের আরও দাবি, এই মামলায় ১০ কোটি টাকা মূল্যের ১১টি সম্পত্তি 'অ্যাটাচড' হয়েছে।

কলকাতায় বিশেষ ইডি আদালতে শুক্রবার তৃতীয় অতিরিক্ত চার্জশিট জমা দিয়েছে ইডি। ব্যবসায়ী বিশ্বজিতের বিরুদ্ধে সেখানে একের পর এক অভিযোগ এনেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। দাবি করা হয়েছে, বাংলাদেশ হয়ে হাওয়ালার মাধ্যমে টাকা পাচার করেছেন বিশ্বজিৎ।এর আগে যদিও তাঁর আইনজীবী এই অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুযায়ী আমদানি-রফতানির ব্যবসায় বাংলাদেশের টাকা আরব আমিরশাহি হয়ে দেশে আসে। তিনি কোনও বেআইনি কাজ করেননি।২০০০ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শঙ্কর আঢ্যের কর্মচারী ছিলেন বিশ্বজিৎ। তার পর কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। সল্টলেক থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে ইডি। তারা দাবি করেছিল, রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক (বালু)-এর টাকা শঙ্করকে পৌঁছে দিতেন বিশ্বজিৎ। শঙ্করের কাছে বালুর যে টাকা পৌঁছত, তা হাওয়ালার মাধ্যমে বিদেশি মুদ্রায় বদলে ফেলা হত। পাচার করে দেওয়া হত দুবাইয়ে। সেই কাজেও প্রত্যক্ষ ভাবে সহযোগিতা করতেন বিশ্বজিৎ।ইডি দাবি করেছে, বালুর যে ২০০০ কোটি টাকা শঙ্করের মাধ্যমে দুবাই পাঠানো হয়েছে, সেই টাকার একটা অংশ দুবাইয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন বিশ্বজিৎ।

'কেস খেতে হলে খাব', ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে নিয়ে মন্তব্য মমতাব

আলিপুরদুয়ার, ১২ এপ্রিল, (হি.স.): জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে একাধিক বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নির্বাচনের আদর্শ আচরণবিধি মেনে ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সাহায্য করার জন্য কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তবে, পর্যাপ্ত অনুমতি না মেলায় সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি বানিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ঘোষণা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলিপুরদুয়ারে একটি নির্বাচনী প্রচার সভায় শুক্রবার উপস্থিত ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মাত্র কুড়ি হাজার টাকা দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।' তাঁর অভিযোগ, মাটিতে মিশে যাওয়া মানুষদের সাহায্য করতে দেয়নি। ২০ হাজার টাকায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের আদৌ কতোটা সাহায্য হবে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা বাংলার বাড়ি দিতে চেয়েছিলাম। ওরা দিলো না।' তাঁর কথায়, 'আজকে আমরা প্রশাসনের সিদ্ধান্ত জানতে পেরেছি। এটা বলতে গিয়ে আমার বিরুদ্ধে কেউ মনে করেন কেস করবেন, করতে পারেন। গরিব লোকের কথা বলতে গিয়ে আমাকে কেস খেতে হলে খাবো। হাজার বার কেস খাব।'

এদিনের সভা থেকে তিনি জানান, যাঁদের ঘর-বাড়ি তৈরি হবে, তাঁদের এক লাখ ২০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। এর মধ্যে সরকারের তরফে ইতিমধ্যে ২০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আরও ৪০ হাজার টাকা প্রথম কিস্তিতে দেওয়া হবে।

দ্বিতীয় কিস্তিতে বাকি টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যেহেতু নির্বাচন চলছে, আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কিছু করছি না, এটা প্রশাসন করবে।' বিষয়টি নিয়ে আইনি আলোচনার বিষয়ে মমতা উল্লেখ করেন, 'বিপর্যয় মোকাবিলা নিয়ে একটা আইন আছে। ওটা আমরা খুঁজে বের করেছি। জুলাই মাস থেকে কার্যকর হয়েছে। কারও জানা ছিল না। বারবার অনুরোধ করে যখন কাজ হয় না, তখন আইনই আমাদের পথ দেখায়।'

আমি আপনাদের ঘরের লোক, ডাকলেই পাবেন, না ডাকলেও পাবেন : মমতা

আলিপুরদুয়ার, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : কালচিনিতে উত্তরবঙ্গের দ্বিতীয় সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রীতিমত আবেগপূর্ণ স্ট্রে নিজেকে সমবেতদের ঘরের লোক বলে চিহ্নিত করলেন। বললেন, "আমি আপনাদের ঘরের লোক। ডাকলেই পাবেন। না ডাকলেও পাবেন"।

মমতা বলেন, "ভিক্ষা চাইলে আমি জনতার থেকে চাইব। দিল্লির কাছে হাত পাতব না। কারণ মোদীর গ্যারান্টির কোনও ভরসা নেই। মোদীর গ্যারান্টি গ্যারান্টিই নয়।" বলেন, "মোদী পাঁচটা চা-বাগান খুলবে বলেছিল দুটোও খুলতে পারেনি। আমার সরকার ৫৯টা চা-বাগান বানিয়েছে।"বিজেপির 'এই বার ৪০০ পার' স্লোগানকে কটাক্ষ করে মমতা বলেন, "৪০০ পার কেন? বল ৪২০ পার করো। তবে না কেন্দ্রে ৪২০-র সরকার তৈরি হবে।"

মমতা বললেন, "ভোটের বুথে জুলুম করলে, অত্যাচার করলে, মা-বোনেদের বসিয়ে দেবেন। ওরা রান্না করে, বাড়ির কাজ করে, সব পারবে।" নাগরিক সংশোধনী আইন সিএএ নিয়ে বিজেপির শীর্ষনেতাদের বিতর্কসভায় আহ্বান জানান মমতা। বলেন, মুখোমুখি এসে বসো দেখি! কে মিথ্যা কথা বলছে জনতা বিচার করবে।

অমিত শাহ দিন কয়েক আগেই বালুরঘাটে প্রচারে এসে বলেছিলেন, "মমতাদিদি সিএএ নিয়ে মানুষকে বিপথে চালিত করছেন। অসত্য বলছেন। শুক্রবার মমতা তার জবাব দিলেন। নাম না করে শাহ, মোদীর মতো বিজেপির শীর্ষনেতাদের বললেন, "তোমরা এসো না আমার সঙ্গে কোনও টিভির বিতর্কসভায় বোসো। মুখোমুখি আলোচনা করব। তার পরে জনতা ঠিক করবে কে মিথ্যা কথা বলেছে।"প্রসঙ্গত এর আগে বিজেপির নেতাদের বিতর্কে আহ্বান করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ বার মমতাও সেই একই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি নেতৃত্বকে।

পর পর প্রচারের সভা করছেন। গলা ভেঙে গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতার। তবে সেই ভাঙা গলাতেই বক্তৃতা চলছে। গলার স্বর নামছে না। আলিপুরদুয়ারের কালচিনিতে হিন্দিভাষী মানুষ বেশি। তাই পুরো বক্তৃতা হিন্দিতেই দেন মমতা।

অঙ্গন

৪ রানে শিউলির ৭ উইকেট সেমিফাইনাল নিশ্চিত জুটমিলের

মৌচাক-১৪ জুটমিল-১৫/০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ১০ উইকেটে দুর্দান্ত জয় জুট মিল কোচিং সেন্টারের। শিউলি একাই সাত উইকেট তুলে নিয়েছে মাত্র চার রানের বিনিময়ে। এই জয়ের সুবাদে সেমিফাইনাল নিশ্চিত জুটমিল কোচিং সেন্টারের। আপাতত ১ ম্যাচ বেশী খেলে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে তরুণ সঙ্ঘর সঙ্গে শীর্ষে রয়েছে মনোজিৎ দাসের দল জুটমিল। রান রেটে আপাতত ১ নম্বরে রয়েছে জুটমিল। শেষ ম্যাচে তরুণ সঙ্ঘ খেলবে ১২ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে থাকা ব্লাডমাউথের বিরুদ্ধে।

ওই ম্যাচে যে দল জয় পাবে সে দলই শেষ চারে যাবে। অপর দল ছিটকে যাবে। ফলে শেষ চারে যাওয়া নিশ্চিত জুটমিলের। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের সীমিত ওভারের ক্রিকেটে। শুক্রবার মেলাঘরের শহীদ কাজল ময়দানে মৌচাককে ১০ উইকেটে পরাজিত করে রান রেট বাড়িয়ে নেয় জুটমিল। মৌচাকের গড়া মাত্র ১৪ রানের জবাবে জুটমিল ১১ বল খেলে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়।

বিজয়ী দলের শিউলি চক্রবর্তী ৭ উইকেট দখল করেন। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শিউলির আগুন ঝরানো বোলিংয়ের সামনে মাথা তুলে দাড়াতে পারেননি কানু দাসের দলের মেয়েরা।

২২ গজে মূলত লুটিয়ে পড়েন ওই সেন্টারের মেয়েরা। দল ৯.৫ ওভার ব্যাট করে গুটিয়ে যায় মাত্র ১৪ রানে। দল সর্বোচ্চ ৯ রান পায় অতিইরিক্ত খাতে। দলের ৯ জন ব্যাটসম্যান কোনও রান করতে পারেননি। জুটমিলের পক্ষে শিউলি ৪ রানে ৭ টি এবং নিকিতা সরকার ১ রানে ৩ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে জুটমিল ১.৫ ওভারে কোনও উইকেট না হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে শিউলি চক্রবর্তী ১২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রানে এবং নিকিতা দেবনাথ ১ রানে অপরাজিত থেকে যান। শিউলি পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

ফ্রেন্ডস থামলো কসমোপলিটনে পোলস্টারকে হারিয়ে জেসিসি জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। লড়াই হলো জমজমাট। তবে আখেরে বাজিমাত করে দিলো কসমোপলিটন ক্লাব। টি ২০ ক্রিকেটে শুক্রবার পিটিএ মাঠে ঘটলো এই ঘটনা। ম্যাচে কসমো দল ৭ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে। টস জিতে কসমোপলিটন শিবির প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ১৮৬ রান। ব্যাটে দলের পক্ষে শ্রুজন অথওলে ৫৮ বলে দুর্দান্ত মেজাজে ৯০ রান করেন। এছাড়া সম্রাট সিনহা ৫৫, বিক্রম দেবনাথ ১৭,বাবুল দে ১৬ রান করে। বলে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের তরফে অভিজিৎ সরকার দুটি এবং একটি করে উইকেট নেয় প্রিন্স রানা ও তেজস্বী জসওয়ালরা। পাল্টা খেলতে নেমে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস দল নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৭৮ রানই করতে সক্ষম হলেন।

ব্যাটে দলের হয়ে অভিজিৎ সরকার ৪৩ রান করেন।এছাড়া সেন্টু সরকার ৩৭,অঙ্কিত প্রতাপ সিং ২৩, প্রিন্স ১৮, সৌরূপ পাল ১৫, হৃত্বিক শ্রীবাস্তব ১০ রান করলেও তা দলের পরাজয় রুখতে পারলো না। বল হাতে কসমোর তরফে বিক্রম দেবনাথ ৩টি, শংকর পাল ২ টি এবং একটি করে উইকেট ভাগ করে নেয় ধনবীর সিং, আয়ুশ চোহানরা। শ্রুজন পেয়েছে প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতাব।

একই মাঠে দিনের অপর খেলায় টস জিতে পোলস্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৭ ওভারে ৮২ রানে ইনিংস শেষ করলে, জবাবে জেসিসি ১০.১ ওভারে এক উইকেট হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের ইন্দ্রজিত দেবনাথ নয় রানে চারটি উইকেট দখল করে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। এছাড়া হিমাংশু সিং এর ৩৩ রান ও পল্লব দাসের ৩১ রান দলের জয়ের জন্য অনেকটা কাজে এসেছে।

নিয়ম রক্ষার ম্যাচে চাম্পামুড়াকে হারিয়ে লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নিয়ম রক্ষার ম্যাচে লাল বাহাদুর ব্যয়ামাগার জয়ী হয়েছে। হারিয়েছে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার কে। চার উইকেটের ব্যবধানে। খেলা ছিল টিসিএ আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক ৫০ ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। গ্রুপ লীগ পর্যায়ের খেলায় বামুটিয়ার তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সকালে টস জিতে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয় ৪০.৩ ওভার খেলে ১১৩ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে অধিনায়ক গিয়া মন্ডলের ২০ রান ও উইকেট রক্ষক দীপিকা দেবের ২০ রান উল্লেখ করার মতো। লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের মমিতা নোয়াতিয়া ২৪ রানে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও উপায়। এছাড়া রিফু দেববর্মা ও নিশিকা দেববর্মা দুটি করে এবং এলিজা দেববর্মা ও রেবিকা নোয়াতিয়া একটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে লাল বাহাদুর ব্যয়ামাগার ২২ ওভার খেলে ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে অধিনায়ক প্রিয়াঙ্কা নোয়াতিয়া ২৬ রান এবং রেশমি নোয়াতিয়ার অপরাজিত ২৬ রান উল্লেখযোগ্য। রিফু দেববর্মাও অপরাজিত থেকে ২০ রান পায়। চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারের পূজা দাস চারটি এবং রিমসা কর্মকার দুটি উইকেট পেয়েছিল।

সদরের দলকে হারিয়ে সেমিফাইনালের লক্ষ্যে বিশালগড়, মোহনপুরও জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে বিশালগড়। তাও হারিয়েছে শক্তিশালী সদর এ দলকে। এই জয়ের সুবাদে বিশালগড় যথারীতি অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের সেমিফাইনালে খেলার পথ অনেকটা সুগম করে নিয়েছে। লীগ পর্যায়ের পরবর্তী ম্যাচে দুর্বল প্রতিপক্ষ সোনামুড়া কে অন্ততপক্ষে সাধারণ ভাবে হারাতে পারলে বা ম্যাচ ড্র করলেই বিশালগড়ের সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত হয়ে যাবে। এদিকে, গ্রুপের অপর খেলায় মোহনপুর ৬৪ রানের ব্যবধানে জিরানিয়াকে পরাজিত করেছে। বিশালগড়ের জাঙ্গালিয়া গ্রাউন্ডে শুক্রবার সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে বিশালগড় প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৪৫ ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে ১৫৭ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে তৃষাণ দেবের ৪২ রান এবং সিদ্ধার্থ দেবনাথ এর ৩৬ রান উল্লেখযোগ্য। সদর এ-র রাজদীপ সিনহা তিনটি উইকেট পেয়েছিল। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে সদর এ ৩৬.৫ ওভার খেলে ১১৫ রানে ইনিংস শেষ করতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে মৈনাক সাহা সর্বাধিক ৩৯ রান পায়। বিশালগড়ের সিদ্ধার্থ দেবনাথ ১৫ রানে একাই পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে সদরের সেমিফাইনালে খেলার প্রত্যাশায় জল ঢেলে দেয়। সিদ্ধার্থের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। বিশালগড়ের রিজওয়ান আলমও পেয়েছে তিনটি উইকেট। এদিকে, রানীর বাজার ক্রিকেট গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে মোহনপুর প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত পয়তাল্লিশ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ২২৩ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অন্তরীপ সাহা দুর্দান্ত শতরান হাঁকিয়ে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। অন্তরীপ ১২৬ বল খেলে ১৪ টি বাউন্ডারি মেরে ১০৩ রান সংগ্রহ করে। মনীষ সরকার পেয়েছে ৩০ রান। জিরানিয়ার জাবিদুল হক ত্রিশ রানে চারটি উইকেট পেয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জিরানিয়া নয় উইকেট হারিয়ে ১৫৯ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত ৪৫ ওভার শেষ হয়ে যায়। দলের পক্ষে আয়ুষ পাল সর্বাধিক ৩১ রান পায়। মোহনপুরের সন্দীপ চক্রবর্তী তিনটি এবং কৌশিক দাস দুটি উইকেট পেয়েছে।

আমবাসাকে হারিয়ে সেমিফাইনালের আশা জিইয়ে রাখলো তেলিয়ামুড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা দল। অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে। হারিয়েছে আমবাসা কে ৭১ রানের ব্যবধানে। এই জয়ের সুবাদে আমবাসা মূলতঃ নিজেদের সেমিফাইনালে খেলার দাবিদার করে তুলেছে। আগামী ১৬ এপ্রিল গ্রুপ লীগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সদর বি ও তেলিয়ামুড়ার খেলায় যে দল জয়ী হবে তারাই সেমিফাইনালে খেলার ছাড় পত্র পাবে।তেলিয়ামুড়ায় ভগৎ সিং মিনি স্টেডিয়ামে শুক্রবারে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সকালে টস জিতে তেলিয়ামুড়া প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৪৫ ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে ২০৮ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে হৃদয়জিৎ সাহার অনবদ্য ৮০ রান উল্লেখযোগ্য। হৃদয়জিৎ ১০৯ বল খেলে দশটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৮০ রান পায়। আমবাসার অভিজিৎ মোদক ২৬ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিল। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে আমবাসা ৩৭.৫ ওভার খেলে ১৩৭ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী সর্বাধিক ৪৫ রান পায়। তেলিয়ামুড়ার অর্পণ দাস ১৪ রানে তিনটি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। সতীর্থ ঔংকার মল্লিকও তিনটি উইকেট পেয়েছে ১৬ রানের বিনিময়ে।

উদয়পুরের বিজয় রথ থামলো শান্তিরবাজারে, সাব্রুমও জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। উদয়পুরের বিজয় রথ থামালো শান্তির বাজার। দুর্দান্ত ৫ উইকেটে ব্যবধানে এই জয়ের সুবাদে শান্তিরবাজার মূলতঃ গ্রুপের পরবর্তী দুটি ম্যাচের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে।

অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে গ্রুপ ডি থেকে উদয়পুর, শান্তিরবাজার এবং বিলোনিয়ার মধ্যে কোনদল সেমিফাইনালে খেলবে তা নির্ভর করছে রান রেটের উপর। তবে এর আগে পরবর্তী ম্যাচে বিলোনিয়াকে অমরপুরের বিরুদ্ধে এবং শান্তিরবাজারকে সাব্রুমের বিরুদ্ধে জয় পেতে হবে।

শুক্রবারে উদয়পুরের কেবিআই গ্রাউন্ডে খেলা শুরুতে টস জিতে উদয়পুর প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত ৪৫ ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে ১৫৯ রান সংগ্রহ করে।

দলের পক্ষে শ্রীমন দেবনাথ সর্বাধিক ৫৯ রান পায়। শান্তির বাজারের দিপায়ন রায় সাত রানে তিনটি উইকেট দখল করে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে শান্তির বাজার ১৮ বল বাকি থাকতে পাঁচ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। শান্তির বাজারের আমন দেবনাথ ৪৩ রান সংগ্রহ করে দায়িত্ব পালন করে।

এদিকে, উত্তর বিলোনিয়া স্কুল গ্রাউন্ডের খেলায় টস জিতে সাব্রুম প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্ধারিত ৪৫ ওভারে পাঁচ উইকেটে ১৯০ রান সংগ্রহ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে অমরপুর ২৭.১ ওভার খেলে ৬৯ রানে ইনিংস শেষ করে সাব্রুমের সৈকত মালি সর্বাধিক ৬৬ রান পেলেও সতীর্থ পার্থ দেবনাথ অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। এছাড়া, শুভজিৎ শীল শর্মার ৩১ রান এবং অরিজিত দত্ত ও রাজেশ ভৌমিক এর দুটি করে উইকেট দখল উল্লেখযোগ্য।

কমলপুরকে হারিয়ে সেমি-র আশা জিইয়ে এলটিভি-র, গন্ডাছড়াও জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ভাইটাল ম্যাচে দারুণ জয় পেয়েছে লংতরাইভ্যালি। হারিয়েছে কমলপুর কে ২২ রানের ব্যবধানে। এই জয়ের সুবাদে লংতরাইভ্যালী সেমিফাইনালের আশা জিইয়ে রেখেছে।

আগামী ১৬ এপ্রিল গন্ডাছড়া, কৈলাশহরের ম্যাচে যে দল জয়ী হবে, তাদের সঙ্গে রান রেটের তুলনায় এগিয়ে থাকলে সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পাবে এলটিভি। ধর্মনগর কলেজ গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস দিতে লংতরাইভ্যালি প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৪১.৪ ওভারে ৯৬ রানে ইনিংস শেষ করলেও বোলারদের সৌজন্যে জয় ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়। জবাবে কমলপুর ব্যাট করতে নেমে ২৩.৩ ওভার খেলে ৭৪ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। এলটিভি-র অমরেশ সিংহ ৩৭ রানের বিনিময়ে ছটি উইকেট তুলে নিয়ে দলের জয় নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এলটিভির অর্ঘ্যদীপ চৌধুরী সর্বাধিক ৩৩ রান পেয়েছিল।

গ্রুপের অপর খেলায় গন্ডাছড়া ১০৪ রানের ব্যবধানে ধর্মনগর কে হারিয়ে শেষ চারের লক্ষ্যে এগিয়ে রয়েছে। পরবর্তী ম্যাচে কৈলাশহরের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জয় পেলে হয়তো সেমিফাইনালে খেলতে পারবে। কৈলাশহরের আর কে আই স্কুল গ্রাউন্ডে শুক্রবারে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে গন্ডাছড়া প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৪৫ ওভারে আট উইকেটে ২৩১ রান সংগ্রহ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ধর্মনগর ৩৪.১ ওভার খেলে ১২৭ রানে ইনিংস শেষ করে নেয়। গন্ডাছড়ার রজত দাস ব্যাটিংয়ে ৪১ রান এবং বোলিংয়ে ১৯ রানে তিন উইকেট দখল করে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। গন্ডাছড়ার বিশাল ত্রিপুরা সর্বাধিক ৭১ রান পেয়েছিল। গন্ডাছড়ার আকাশ দাস এবং ধর্মনগরের জিৎ দাসও তিনটি করে উইকেট পেয়েছে।

সন্ধান চাই

Ref :- Kakraban PS Case No11/24 Dated : 05/02/24
U/S - 363/34 of IPC

পাশের ছবিটি পলাতক আসামী শ্রী বিশ্বজিৎ নম (২৬) পিতা শ্রী মরন নম, সাং- কার্যমনি, থানা - কাকড়াবন, উদয়পুর গোমতী ত্রিপুরা, তাহার নামে উক্ত মোকাদমা করিয়াছেন থানায় লিপিবদ্ধ হওয়ার দিন হইতে সে পলাতক।
উক্ত পলাতক আসামীটির সম্পর্কে কোন তথ্য জানা থাকলে অথবা তাহার বর্তমান ঠিকানা জানলে থাকিলে নিম্নলিখিত টেলিফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।
প্রয়োজনে তথ্য দাতার পরিচিতি গোপন রাখা হবে।
যোগাযোগ নম্বর ঃ
১) এস পি ডি আই বি গোমতী ০৩৮২১ ২২৩৫৫১ / ০৯৪০২১১৯১৩
২) ও সি কাকড়াবন থানা ৯৪০২১১০৪১০

পুলিশ সুপার
গোমতী ত্রিপুরা, উদয়পুর

ICA-D-45/24

सूचना

यह सामान्य रूप से जनता के ध्यान के लिए है कि श्री श्री माता त्रिपुरासुंदरी की मूर्ति और मंदिर के गर्भगृह की अनुचित फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी और देवी मां की छवि को बदनाम करने या परिसर में अभद्रता का चित्रण करने वाले गाने या नृत्य के वीडियो, रील का निर्माण ना करें। श्री श्री माता त्रिपुरासुंदरी मंदिर और जनता की धार्मिक भावनाओं और विश्वासों को ठेस पहुंचाने वाली ऐसी छवि, वीडियो या रीलों को मीडिया या सोशल मीडिया प्लेटफर्म पर प्रकाशित करना सख्त वर्जित है।

किसी भी लापरवाही पर लागू आपराधिक कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इसलिए, यह आदेश दिया जाता है कि सभी संबंधितों को उपरोक्त कृत्य करने से बचना चाहिए।

(तड़ित कान्ति चाकमा, आईएएस)
जिला मैजिस्ट्रेट और कालेक्टर
गोमती जिला, उदयपुर

ICA/D-52/24

মনোজিতের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে বিএসটি হারালো ব্লাডমাউথকে, চলমানও জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দাপুটে জয় চলমান সংঘের। টিসিএ পরিচালিত টি ২০ ক্রিকেট আসরে শুক্রবার টি আই টি মাঠে ওপিসিকে ৭৬ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো চলমান সংঘ। প্রথমে ব্যাট করে চলমান সংঘ ২০ ওভারে ৬ উইকেটের বিনিময়ে ১২৩ রান সংগ্রহ করে। ব্যাট হাতে দলের হয়ে কৃষ্ণ কমল আচার্য ৬০, তন্ময় দাস ২১, কৃতিদীপ্ত দাস ২১ রান করে। বলে ওপিসির পক্ষে প্রনবিন্দু সাহা ৩ টি এবং দীপেন বিস্বাস ২ টি উইকেট নেয়। পাল্টা খেলতে নেমে ওপিসি দল চলমানের বোলার দের কাছে অসহায় ভাবে আত্ম সমর্পন করে বসে। ১৪ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে ৪৭ রানই করতে সক্ষম হলো দল।

ব্যাটে একমাত্র সফল ঋতুরাজ ঘোষ রায়। তার ব্যাটে আসে ১৬ রান। এছাড়া আর একজন ব্যাটসম্যান ও ভরসা যোগাতে পারেনি। বিজয়ী দলের পক্ষে বল হাতে দেবত্যম ঘোষ ৪টি, কৃষ্ণধন নমঃ ২ টি এবং অঙ্কিত একটি উইকেট নিতে সক্ষম হলো। সুবাদে জয় দিয়েই আসর শেষ করলো শতদল সংঘ। একই মাঠে বেলা একটায় অপর ম্যাচে ইউনাইটেড বিএসটি ২ উইকেটের ব্যবধানে ব্লাড মাউথকে পরাজিত করেছে।

টস জিতে ব্লাডমাউথ প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৮.৪ ওভারে ১১১ রানে ইনিংস শেষ করলে জবাবে ইউনাইটেড বিএসটি ঠিক এক বল বাকি থাকতে ৮ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। বিজয়ী দলের পক্ষে মনোজিৎ দাস ২৬ রানে ৪টি উইকেট দখলের পাশাপাশি দুর্দান্ত ২১ রান সংগ্রহ করে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পায়। এছাড়া, সমীর দেববর্মা ৩৯ রান পেয়েছিল।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

উন্নয়নমূলক কাজের নিরিখে মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে রয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। উন্নয়নমূলক কাজের নিরিখে মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে রয়েছে। কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি প্রত্যেক মানুষের সার্বিক কল্যাণে বিশ্বাস করে। সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষের উন্নয়নে কাজ করে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের পশ্চিম ও পূর্ব ত্রিপুরা দুটি আসনে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থীরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়যুক্ত হবেন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থীদের সমর্থনে শুক্রবার দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজারে আয়োজিত বাইক র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এদিন শান্তিরবাজার মহকুমার দীর্ঘ কয়েক কিলোমিটার রাস্তা পরিক্রমা করে এই বাইক র‍্যালি।

গুণে গুণে আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রাজ্যে দুই দফার লোকসভা নির্বাচন। আগামী ১৯ এপ্রিল পশ্চিম ত্রিপুরা ও আগামী ২৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে পূর্ব ত্রিপুরা আসনে ভোট গ্রহণ। এরআগে সারা রাজ্যেই জোরকদমে চলছে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে জোর নির্বাচনী প্রচার। তবে বিরোধী শিবিরের তুলনায় ধারেভারে প্রচারে কয়েক কদম এগিয়ে রয়েছে শাসক দল ভারতীয় জনতা পার্টি ও তার সহযোগী দলগুলি। নিত্যদিনই প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারে নামছেন ভারতীয় জনতা পার্টির শীর্ষ নেতৃত্ব। দুই প্রার্থীর সমর্থনে প্রায় প্রতিদিন প্রচারে নেমে ঝড় তুলছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। শুক্রবারও পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেবের সমর্থনে দক্ষিণ জেলায় নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেবের সমর্থনে আজ ১২/১৩ কিলোমিটার রাস্তা জুড়ে এই বাইক র‍্যালি করা হয়েছে। এই নির্বাচনী প্রচারে মানুষের ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। মানুষের সমর্থন প্রত্যক্ষ করে আগামী ৪ জুন কি ফলাফল হবে সেটা এখনই বলা যায়। প্রচারে মানুষের ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। ডাঃ সাহা বলেন, নির্বাচনী প্রচারে রাজ্যে যেখানেই যাই সেখানেই মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস প্রত্যক্ষ হচ্ছে। মানুষ অপেক্ষায় আছে কবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আশীর্বাদ করা যায়। আমি নিশ্চিত আসন্ন নির্বাচনে রাজ্যের দুটি আসনে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থীরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়যুক্ত হবেন। বাইক র‍্যালিতে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, শান্তিরবাজারের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং সহ জেলা ও মন্ডল স্তরের নেতৃত্ব। এরআগে সিপাহীজলার মেলাঘরেও হাজার হাজার কর্মী সমর্থকের উপস্থিতিতে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে আয়োজিত এক সুবিশাল পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১২ এপ্রিল।। বেসরকারি গেস্ট হাউসে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় ধর্মনগর অফিসটিলা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছেন, বাগবাসা থানাধীন গঙ্গানগর এলাকার বাসিন্দা শিবা পুরকায়স্থ(২০)-এর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।সে ত্রিপুরা বেকারি গেস্ট হাউস কর্মরত ছিল। আজ সকালে গেস্ট হাউসে বাথরুম থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। সাথে সাথে গেস্ট হাউসের মালিক ধর্মনগর থানায় খবর পাঠিয়েছেন। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু কি কারণে শিবা পুরকায়স্থ ফাঁস লাগিয়েছে এখনো জানা যায় নি।

অভিভাবক দিবসে রাজ্যপাল

আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ সন্ধ্যায় হোলিক্রস স্কুলের অভিভাবক দিবসের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল শিশুদের জীবন গঠনে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সন্তানদের জীবন গঠনে অভিভাবকদের অবদানের কথা তুলে ধরতেই অভিভাবক দিবস পালন করা হয়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে রাজ্যপাল বলেন, তারা যেন ছাত্রছাত্রীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল হওয়ার মতো করে গড়ে তুলেন।
ছাত্রছাত্রীদের সঠিক শিক্ষাদানের জন্য তিনি হোলিক্রস স্কুল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে হোলিক্রস এডুকেশন ফাউণ্ডেশনের সেক্রেটারি ফাদার জর্জ জেকব, আগরতলার বিশপ লোমেন মন্টেরিও এবং অভিভাবকদের পক্ষে সুবত চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্কুলের প্রিন্সিপাল ফাদার জিলসন টম। স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল ফাদার অজি পল ধন্যবাদ 'াপন করেন। অনুষ্ঠানে হোলিক্রস স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা মনো' সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়।

বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচারে ৭ রামনগরের প্রার্থী দীপক মজুমদারের সমর্থনে মহিলা মোর্চার সভানেত্রী মিমি মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

ই - রিক্সা চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১২ এপ্রিল।। ধর্মনগরের প্রাণকেন্দ্র বলে পরিচিত কালিবাড়ির দিঘির পাড় থেকে সন্ধ্যারাতে ই-রিক্সা চুরি হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় মহেশপুর কদমতলা থানাধীন প্রদীপ চন্দ্র নাথ তার ই রিক্সাটি বিকাল সাড়ে পাঁচটায় কালীবাড়ি দিঘির পশ্চিম প্রান্তে রেখে আত্মীয় পরিজনদের নিয়ে বাজার করতে যায়। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় সে যেখানে তার ই রিক্সাটি রেখে গিয়েছিল সেখানে ঘুরে আসে কিন্তু সেই স্থানে সে তার ই রিক্সাটি খুঁজে পায়নি।কালিবাড়ি দিঘির বিভিন্ন প্রান্ত এবং ধর্মনগরের আনাচে-কানাচে যে যে তার পরিচিত প্রত্যেকের সহায়তায় ই রিক্সাটি খোঁজার চেষ্টা করে কিন্তু কোথায় ও তার ই রিক্সাটি পায়নি। অবশেষে প্রদীপ কুমার নাথ ধর্মনগর থানায় অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হলে থানা কর্তৃপক্ষ একটা জেনারেল ডাইরি করে ই রিক্সাটি তল্লাশি করা হবে এই বলে তাকে আশ্বস্ত করে ছেড়ে দেয়। ধর্মনগর থানা এলাকায় একের পর এক চুরি ডাকাতি এবং গরু পাচার কারবারীদের দৌরাত্ম্য বেড়ে চলেছে। পুলিশ ঢাল তলোয়ারহীন নিধিরাম সরকার এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে মানুষের অনাস্থা অর্জন করে চলেছে।

রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু বৃদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১২ এপ্রিল।। সাত সকালে রেলের কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক বৃদ্ধা মহিলার। আজ সকালে চড়িলাম কড়ুইমুড়া এলাকার স্থানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছেন। দমকলকর্মী মৃতদেহ উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গিয়েছে।সেখানে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক বৃদ্ধা মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
জানা গিয়েছে, আগরতলা থেকে সাব্রুম দ্রুতগামী ট্রেন বিশ্রামগঞ্জ রেল স্টেশন পৌঁছানোর আগে চড়িলাম কড়ুইমুড়া এলাকায় দ্রুতগামী রেলের নিচে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছেন দক্ষিণ চড়িলাম কড়ুইমুড়া এলাকার ৬০ বছরের বৃদ্ধা কাজল নমঃ। তাঁর স্বামীর নাম সাধন নমঃ। ঘটনা দেখতে পেয়ে প্রত্যক্ষদর্শীরা দ্রুত খবর দিয়েছেন বিশ্রামগঞ্জ থানায় ও দমকলবাহিনীকে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে।

১৫ এপ্রিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্য সফরে আসছেন। তারই প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে মাঠে উপস্থিত সমাজকল্যাণী মন্ত্রী টিংকু রায়, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস এবং বিধায়ক ভগবান দাস।

আগুনে পুড়ে ছাই দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১২ এপ্রিল।। চৈত্র মাসের শেষলগ্নে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে একটি দোকান। ধারণা করা হচ্ছে, বিদ্যুতের শট সার্কিট থেকেই ওই আগুনের সূত্রপাত্র বলে জানিয়েছেন জনৈক দমকলবাহিনী।
ঘটনার বিবরনে জনৈক দমকলবাহিনী জানিয়েছেন, আজ ভোরে বিশালগড় নারীমঙ্গল স্কুলের সামনের একটি দোকানে হঠাৎ আগুন লাগার দৃশ্য দেখতে পেয়ে প্রতিবেশীরা চিৎকার চেচাঁমেচি শুরু করেছিল।সাথে সাথে খবর দেওয়া হলে ছুটে গিয়েছে দমকলকর্মীরা।প্রতিবেশী ও দমকলকর্মীদের দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।কিন্তু ততক্ষণে দোকান সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।ধারণা করা হচ্ছে,বিদ্যুতের শট সার্কিট থেকেই ওই আগুনের সূত্রপাত্র।এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। পুলিশ ওই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বিপ্লবের সমর্থনে বাইক মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। আজ ১৩ প্রতাপগড় মন্ডলের যুব মোর্চার উদ্যোগে যোগেন্দ্রনগর রেল স্টেশনের সামনে থেকে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেবের সমর্থনে সুবিশাল বাইক মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে।
আজকের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য , প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব, বিধায়ক তথা যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি সুশান্ত দেব সহ বিজেপি নেতৃত্বরা।
বিধায়ক তথা যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি সুশান্ত দেব বলেন, ১৯ এপ্রিল পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তাই ওই আসনে বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব দেবের সমর্থনে আজকে সুবিশাল ও সুসজ্জিত বাইক মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে।

ছেলের হাতে আক্রান্ত পিতা-মাতা ছেলের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করল বাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১২ এপ্রিল।। ছেলের হাতে আক্রান্ত পিতা-মাতা। এই ন্যাক্কারজনক ঘটনাটি ঘটে কৈলাসহর গ্রাম পঞ্চায়তের সমরুরপার ৩ নং ওয়ার্ড এলাকায়। যানিয়ে কৈলাসহর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ওই এলাকার বাসিন্দা ফনিন্দ্র শুক্ল বৈদ্যর ছেলে অভিজিৎ শুক্লবৈদ্য(২০)। অভিযোগ অভিজিৎ শুক্লবৈদ্য প্রায় সময় আকণ্ঠ মদ্যপান করে তার মা লক্ষ্মী শুক্লবৈদ্য ও তার পিতা ফনিন্দ্র শুক্লবৈদ্যকে কারণে-অকারণে প্রায় সময় মারধর করে। গতকাল রাত্রিবেলা অভিজিৎ শুক্লবৈদ্য তার মাকে বেধড়কভাবে মারপিট করেছে। পাশাপাশি তার মাকে তার নিজ ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার কথা বলে। শুক্রবার সকাল বেলা, তার মার ঘরে ঢুকে অভিজিৎ শুক্লবৈদ্য ঘরের আসবাবপত্র ভেঙ্গেচুর মার করে দেয়। পাশাপাশি একটি টিভি ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় বলে অভিযোগ।
শুক্রবার সকাল বেলা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পেরে অভিজিৎ শুক্লবৈদ্যের পিতা ফণীন্দ্র শুক্লবৈদ্য উনার ছেলের হাত থেকে উনার স্ত্রীকে বাঁচাতে চাইলে উনাকেও নাকি বেধড়কভাবে মারধর করেছে অভিজিৎ শুক্লাবৈদ্য। এর আগেও একাধিকবার সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতে সালিশি সভা হলেও কাজের কাজ কিছুই

মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর হাত ধরে ৪০৪ ভোটার বিজেপিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। লোকসভা নির্বাচনের আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। সারাদেশের সাথে রাজ্যেও জোর কদমে চলছে লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি। দলীয় প্রচারে ঝড় তুলছেন প্রত্যেকটি দল। রাজ্যও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তেও বিরোধী দলে ভাঙ্গন অব্যাহত রেখেছে শাসক দল বিজেপি। শুক্রবার সন্ধ্যায় মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর হাত ধরে ১১৭ টি পরিবারের ৪০৪ জন ভোটার বিজেপিতে যোগদান করেছেন। এদিন নবাগতদের দলে বরণ করে নিয়েছেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।
এদিনের যোগদান সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ৩৫ বছর বাম রাজত্বে মজলিশপুর সহ সারা রাজ্যে কয়েকশত কংগ্রেস কর্মী খুন হয়েছেন। বিরোধী দল করার অপরাধে বহু কর্মীর বাড়িঘর আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ব্যতিক্রম ছিলনা মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রও। প্রতিটি নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বেছে বেছে সেই সময় কংগ্রেস কর্মীদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হতো। আজ সেইসব কথা ভুলে গিয়ে কংগ্রেস নেতারা সিপিএম"র সাথে মিশে গেছেন। তারা এক সাথে মিলে ভোটে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন। এই অশুভ জোটকে প্রত্যাখ্যান করে আগামী দিনে মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্র সহ সারা রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের প্রবাহ ধরে রাখতে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত করতে হবে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।
তাই ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীদের বিপুল ভোটে বিজয়ী করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতকে শক্তিশালী করতে গণদেবতার কাছে আহ্বান রাখলেন মজলিশপুর কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।
শুক্রবার বিকেলে নিজ বিধানসভা কেন্দ্রের জিরানীয়া বাজারে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেবের সমর্থনে আয়োজিত এক যোগদান সভায় একথা বলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। আর এই নির্বাচনী সভায় প্রধানমন্ত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সিপিআইএম দল ছেড়ে আসা ১১৭ টি পরিবারের ৪০৪ জন ভোটারকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে স্বাগত জানান মজলিশপুর কেন্দ্রের বিধায়ক।
সভায় মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এদিন আরো বলেন, যেকোন রাজ্য বা দেশের উন্নয়ন তখনই সম্ভব যখন সর্বত্র শান্তির পরিবেশ বিরাজ করবে। ভারতীয় জনতা পার্টি রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর গ্রাম-পাহাড়ে আইন শৃঙ্খলার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। এখন নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর কোন রাজনৈতিক খুনের ঘটনা ঘটে না। এখন মন্ত্রী বিধায়করা খুন হন না। অথচ এর আগে আমরা দেখেছি যে কীভাবে একটি অংশ রাজ্যের

বাড়ি বাড়ি ভোটগ্রহণ পর্ব সমাপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। লোকসভা নির্বাচনের বাড়ি বাড়ি ভোট গ্রহণ পর্ব সমাপ্ত হয়েছে। আজ ৮৫ বছর ঊর্ধ মহিলা, পুরুষ এবং পি. ডাব্লিই.ডি ভোটাররা ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। ৬ আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে একথা বললেন ত্রিপুরা পশ্চিম সংসদীয় আসনের রিটার্নিং অফিসার তথা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার।
প্রসঙ্গত, গতকাল ও আজ পশ্চিম ত্রিপুরা সংসদীয় আসন এবং ৭ রামনগর বিধান সভা কেন্দ্রের জন্য বাড়ি বাড়ি ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। তেমনি ১৭ ও ১৮ এপ্রিল পূর্ব ত্রিপুরা সংসদীয় আসনের জন্য বাড়ি বাড়ি ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে।পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে মোট ৪৫৮১ জন বাড়িতে থেকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। তেমনি, পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে বাড়িতে থেকে ৪৭২০ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন।এদিন জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার বলেন, ৬ আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের একজন ভোটার অসুস্থ। তাই তিনি পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার আবেদন করেছিলেন।

একই পরিবারের ভাইদের মধ্যে মারপিটে রক্তাক্ত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১২ এপ্রিল।। ধর্মনগর থানাধীন দেওয়ান পাশা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুনা টিলা এলাকায় ৫ নং ওয়ার্ডে একই পরিবারের ভাইদের মধ্যে পরস্পর রক্তারক্তি সংঘর্ষে দুইজন আহত হয়েছেন।ধর্মনগরের উত্তর জেলা হাসপাতালে ভর্তি হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে তাঁরা। জানা গিয়েছে , পিনাক গোড় কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ থাকায় তাদের জ্যাঠতুতো বড় ভাই ধর্মেন রাজ গোড় এলাকাবাসীদের কাছ থেকে বারোশো টাকা চাঁদা তুলে পিনাকের চিকিৎসার জন্য। পিনাকের আরেক ভাই রামেশ্বর গোড় পিনাক কে গলা টিপে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। ধর্মেন রাজ গোড় বড় ভাই হওয়ায় তাদের ভাইদের মধ্যে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ে। বাকবিতন্ডা চূড়ান্ত ভাবে বাড়তে থাকায় রামেশ্বর এবং রিঙ্কু দুই ভাই মিলে ধর্মেনের উপর হামলা চালায়। শুধুমাত্র দুই ভাই নয় রিংকুর স্ত্রী ও এই হামলায় জড়িয়ে পড়ে ধর্মেন রাজকে মারপিট করে। তাদের অপর ভাই শুকলালও এসে ধর্মেনের উপর হামলা চালায়। এতে ধর্মেন রক্তাক্ত অবস্থায় ধর্মনগর হাসপাতালে এসে ভর্তি হয়। এই ঘটনার পর ঘটনার স্থল থেকে রামেশ্বর পালিয়ে যায়। ধর্মনগর থানার পুলিশ এলাকায় তদন্ত করে তাদের অপর ভাই শুকলালকে আটক করে ধর্মনগর থানায় নিয়ে আসে। ধর্মনগর হাসপাতালে রিঙ্কু এবং ধর্মেন চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভর্তি রয়েছে।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, ত্রিপুরা
चुनाव का पर्व DESH KA GARV LOK SABHA ELECTION 2024
নিজে দেখুন !
'ভোটের মত কিছুই নেই, ভোট আমরা দেব নিশ্চয়'
ভিভি প্যাট
ভোটার ভেরিফাইবেল পেপার অডিট ট্রেইল এমন একটি সিস্টেম যা ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনের (ইভিএম'র) সাথে সংযুক্ত থাকে, যা ভোটারকে তার ভোট ভেরিফাই করতে সহায়তা করে। ভোটার ভিভিপ্যাটের স্বচ্ছ কাঁচের জানালায় একটি একটি প্রিন্টেড স্লিপ ৭ সেকেণ্ডের জন্য দেখতে পাবেন যেখানে তার দ্বারা মনোনিত প্রার্থীর ক্রমিক নাম্বার, নাম এবং প্রতীক চিহ্ন দেখা যাবে।
ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম)

ভোট দিন
ইভিএমের ব্যালট ইউনিটে নীল বোতামটি টিপুন
ভেরিফাই করুন
ভিভিপ্যাট মুদ্রিত কাগজটি পরীক্ষা করুন
সন্তুষ্ট হন
আপনার ভোট আপনার পছন্দসই প্রার্থীই পেয়েছেন
কোনও ভোটার যেন বাদ না পড়েন
Voter Helpline 1950
ICA/D-042/2024-25
www.ceotripura.nic.in | Follow us on : ceotripura ceotripura ceo_tripura @ceotripura2023

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।